ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 July, 2023 ■ আগরতলা ১০ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ২৪ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাজেট নিয়ে হতাশার সুর বিরোধী শিবিরে

গত বছরের প্রতিরূপ বললেন বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জন্য বিধানসভায় যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তা গত বছরের কপি পেস্ট বাজেট হিসাবে আখ্যায়িত করলে বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেব বর্মা।গত শুক্রবার রাজ্য বিধানসভায় চলতি অর্থ বছরের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেটের সমালোচনা করছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা।

রবিবার বিধানসভায় নিজের কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে করে বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা এই বাজেটকে অন্তঃসার শূন্য ও বেকারদের কর্মসংস্থানে কোনো দিশা নেই বলে অবিহিত করেন। তিনি বলেন পুরানো বাজেটেরই প্রতিরূপ এই বাজেট। বাজেটে ৬১১ কোটি টাকার ঘাটতি থাকায় সরকারের বহু পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অসুবিধা,হবে উল্লেখ করে তিনি। বলেন এই বজেট কোনও আশা দেখাতে পারেনি। রাজ্যে ভবিষ্যৎ তৈরীর কোন দিশা নেই এই বাজেটে। বরং দিনের পর দিন পিছিয়ে যাচ্ছে রাজ্য। তিনি এই বাজেটকে খোকলা হিসেবেও আখ্যায়িত করেন।

টাকা ছাড়া শুধু আশ্বাস বাণী দিচ্ছেন। এর বিরুদ্ধে জনগণকে জেগে উঠার আহ্বান রাখেন তিনি। কারণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হরির লুটের সাথে তুলনা করলেন জীতেন্দ্র চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।।বাজেট নিয়ে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক তথা বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন এই বাজেট দিশাহীন, পরিকল্পনাহীন। তিনি এও বলে এই বাজে ট কীর্তনের প্রসাদ বিতরণের মতো। কীর্তনে যেমন বাতাসা তিল্লাইয়ের হরি লুট দেওয়া হয ঠিক তেমনি এই বাজেট কেউ পাবে কেউ পাবে না। এর মধ্যেই হইচই প্রচার শুরু হবে।

তিনি বলেন এখনো বাজেট নিয়ে সম্পূর্ণভাবে স্টাডি করার সময় হয়নি। তবে প্রাথমিকভাবে যেটুকু বোঝা গেছে তাতে জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা ,পানীয় জল, যোগাযোগ ব্যবস্থা কর্মসংস্থান এবং কৃষি ক্ষেত্রে কোন দিশা নেই। রাজ্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কৃষি নির্ভর। অথচ এই বিষয়ে কোনো মনোনিবেশ নেই বাজেটে। কি কি ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হবে তার কোন উল্লেখ নেই। বলতে গেলে এই বাজেট কৃষক জন বিরোধী। ছাত্র-যুব কর্মপ্রার্থী এই বিষয়ে বাজেটে কোন টু শব্দ নেই। অর্থাৎ এই বাজেটকে তিনি অগোছালো জগাখিচুড়ি হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

নীল ছবি নিয়ে জিতেন্দ্র বলেন পরপর তিনদিন বিধানসভায় অশ্লীল ছবি দেখা সত্ত্বেও বিধায়কের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিআরটিসি বাধ্যতামূলক হওয়ায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল ঘোষণা করল টিপিএসসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। পিআরটিসি ছাড়া রাজ্যের কোন সরকারি দপ্তরে চাকুরীর জন্য বহিরাগতরা আবেদন করতে পারবেন না। রাজ্যের শিক্ষিত বেকারদের জন্য আরো এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। তার সুফল ইতিমধ্যে পেতে শুরু করেছেন রাজ্যের শিক্ষিত বেকাররা। পূর্তদপ্তরে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তরফে গত ৯ ডিসেম্বর ২০২২ইং তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল।

এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটিকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ৭জুলাই ২০২৩ইং তারিখে পূর্ত দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি রাজীব পালের তরফে আরো একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যেহেতু এখন থেকে রাজ্য সরকার সকল সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে চাকরি প্রত্যাশীদের পি আর টি সি থাকা বাধ্যতামূলক বলে নির্দেশিকা জারি করেছে তাই পূর্ত দপ্তরের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদের চাকরির জন্য প্রত্যাশীদেরও পিআরটিসি থাকা বাধ্যতা মূলক।

পূর্ত দপ্তর জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদের জন্য পিআরটিসি থাকা বাধ্যতামূলক থাকার বিষয়টি উল্লেখ করেন নতুন একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করার কথা ৭জুলাই ২০২৩ইং তারিখে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের চাকরি প্রত্যাশীদের সুবিধা হবে।

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় নিহত এক গুরুতর চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/ তেলিয়ামুড়া, ৯ জুলাই।। শুধুমাত্র চালকের অসতর্কতার কারণে শনিবার সন্ধ্যারাতে খোয়াইয়ে যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুইজনকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে।ঘটনা শনিবার সন্ধ্যারাত প্রায় সাড়ে সাতটা নাগাদ। একটি মারুতি গাড়িটি সন্ধ্যারাতে আগরতলা থেকে কমলপুর যাচ্ছিল।গাড়ি ও যাত্রী সবাই কমলপুরের। আগরতলা থেকে এসে গণকী হয়ে মহাদেবটিলায় গিয়ে নবনির্মিত ২০৮বি জাতীয় সড়ক ধরে কমলপুর অভিমুখে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তাদের।

কিন্তু গণকীর স্থানীয় আনন্দমার্গ হাই স্কুলের সামনে আসা মাত্রই চালকের কাছে তার পরিবার থেকে কারোর কল আসে মোবাইল ফোনে। চালক স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতেই ফোনে কথা বলছিলেন।আর তখনই চালকের অসতর্কতা ও অন্যমনস্কতার কারণে মারুতি গাড়িটি সজোরে গিয়ে ধাক্ক খায় সড়কের পাশের একটি পাকা বৈদ্যুতিক খুঁটিতে।আর এতেই মারুতি গাড়ির সামনের অংশ একেবারে দুমড়ে মুচড়ে যায়।বৈদ্যুতিক খুঁটিটি মারুতির সামনের অংশের মাঝামাঝি স্থানের ভেতরে খানিকটা ঢুকে যায়।বিকট শব্দ শুনে আশেপাশের বাড়ীঘর থেকে মানুষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেড় মাস আগে কেনা গাড়ি পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দিল দুষ্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। নাশকতার আগুনে পুড়লো যুবকের একমাত্র উপার্জন এর গাড়ি। এই ঘটনা ঘটেছে রাজ্যের সোনামুড়া মহকুমার কলমচৌড়া থানা বক্সনগর দক্ষিণপাড়া এলাকা।গতকাল রাতের শেষ রাতে এই ঘটনা ঘটেছে বলে খবর।যুবক তার উপার্জনের টাকা দিয়ে গাড়িটি ক্রয় করে গত দেড় মাস আগে।গাড়িটি ছিলো বক্সনগর দক্ষিন পাড়া এলাকার আমির হামজা নামে এক যুবকের।গাড়িতে কে বা কিভাবে আগুন ধরে তা এখনো জানা যায়নি।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় শনিবার গভীর রাতে বক্সনগর

কলমচৌড়া

দক্ষিণপাড়া এলাকার আমির হামজা নামে এক ব্যক্তি প্রত্যেকদিনের ন্যায় গাড়ি তার বাড়ির সামনে রেখে ঘুমিয়ে যায়।রাত্রে আনুমানিক ৩ ঘটিকার সময় প্রথমে এলাকার লোকজন গাড়ি পোড়ার শব্দ শুনে গাড়ির মালিক আমির হামজাকে খবর দিলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখতে পায় তার গাড়িতেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।তখন সে চিৎকার করাতে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে বাড়িতে থাকা মোটরের জল দিয়ে গাড়ির আগুন নেভানোর চেষ্টা করে

।গাড়ির সামনের ইঞ্জিনের মধ্যে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।গাড়ির সামনের অর্ধাংশ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।পরবর্তী সময়ে কলমচৌড়া থানায় খবর দিলে পুলিশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুঙ্গিয়াকামীর বিস্তীর্ণ এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ জুলাই।। ত্রিপুরা সুশাসিত জেলা পরিষদের অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের বৈরাগী ঢেপা এলাকার জনজাতি অংশের মানুষজন পানীয় জলের সংকটে দিশেহারা। সুখা মরসুম কিংবা বর্ষাকাল এলাকায় পানীয় জলের সঙ্কট নিরসনে স্থায়ী ব্যাবস্থা গ্রহনে এগিয়ে আসেনি কেউই।

বর্তমানে ওই এলাকায় তীব্র পানীয় জলের সঙ্কট রয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা অন্যান্য সমস্যা গুলির কথা তেমন তুলে না ধরলেও পানীয় জলের সঙ্কট যে নিত্য সঙ্গী এক নিমিষে কণ্ঠ থেকে তা বেরিয়ে আসে। মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীন এডিসি ভিলেজের অন্তর্ভুক্ত এমন কয়েকটি পাড়া রয়েছে সেই এলাকা গুলিতে পানীয় জলের সঙ্কট আজও বিদ্যমান। এর মধ্যে একটি হল বৈরাগী ঢেপা এলাকা।

বিগত দিনে সরকারি ভাবে গাড়ি করে পানীয় জল পৌছে দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যাবস্থা আজও চালু রয়েছে। অভিযোগ ট্যাঙ্কারে করে নিয়মিত জল সরবরাহ করা হয়না। এলাকার ট্যাঙ্করের মাধ্যমে জল না পৌঁছলে আজও তাদের ছড়া কিংবা কাঁচা কুয়া অর্থাৎ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রীবাড়ি রোডে বাড়ির গেইটের সামনে মহিলার গলার চেইন ছিনতাই, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহরে প্রকাশ্য দিবালোক দিন দুপুরে বাড়ির গেটে মহিলার গলা থেকে ছিনতাই হলো স্বর্ণের চেইন। খোদ রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র মন্ত্রীবাড়ি রোডে এই ঘটনা। শনিবার দুপুরে শহরের মন্ত্রীবাড়ি রোডে টাইটান আই শোরুমের কাছ থেকে একটি অটোরিক্সা ভাড়া করেছিলেন ঐ এলাকারই গৌরী দাস।

তিনি শকুন্তলা রোডে ফলের দোকানে গিয়েছিলেন। বয়স্কা এই মহিলা অসুস্থ থাকায় বেশিদূর হাঁটতে পারেন না। গৌরী দাস পুলিশের কাছে জানিয়েছেন, অটো চালক প্রথম থেকেই খুব সহানুভূতি দেখাচ্ছিল। আলাপ জমিয়ে তার কাছ থেকে স্বামী কি করেন, কোথায় থাকেন, ছেলেমেয়ে ক"জন এ সমস্ত কিছু জেনে নেয়। বেলা তিনটা নাগাদ গৌরী দাস এই অটোরিক্সা নিয়েই বাড়ি ফিরে আসেন।

তিনি যখন গেট খুলে বাড়িতে প্রবেশ করেছেন তখনই পেছন দিক থেকে এসে ঐ অটো চালক তার গলা থেকে সোনার চেইনটি টান দিয়ে ছিনিয়ে নেয়। এতে হতচকিত হয়ে পড়েন তিনি। গৌরী দাস এ ঘটনায় পশ্চিম আগরতলা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ মামলা গ্রহণ করলেও এখনো পর্যন্ত অটোর হদিস পায়নি। রাজধানী আগরতলা শহরের নিরাপত্তা বলে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে সাধারণ মানুষ কিভাবে চলাফেরা করবেন তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।

তেলিয়ামুড়ায় বিএমএসের অফিসে ঢুকিয়ে শ্রমিককে মারধর ঘিরে তীব্র উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া বি এম এস অফিসে ঢুকিয়ে এক শ্রমিককে মারধর করার গুরুত্ব অভিযোগ উঠেছে। বি এম এস এর জেলা সম্পাদকের চেলাদের যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন স্তরের শ্রমিকরা। সংগঠন"কে ব্যবহার করে একাংশ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে শ্রমিকদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। যার চিত্র এবারও ধরা পড়ল। অতীতেও বহুবার এরকম ঘটনা উঠে এসেছে তেলিয়ামুড়া থেকে।

এবার এক অসহায় নির্মাণ শ্রমিককে বি এম এস অফিসে ঢুকিয়ে দরজা লাগিয়ে বেধড়ক ভাবে মারধরের অভিযোগ উঠল একাংশ বিএমএস নেতাদের বিরুদ্ধে। এই জঘন্যতম ঘটনার পর শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রথম অবস্থায় তেলিয়ামুড়া থানার দ্বারস্থ হলেও পরবর্তীতে বাহুবলী ওই তুন্দ্বন্দ নেতাদের ভয়ে বাধ্য হয়ে মীমাংসায় যেতে হয়েছে ওই নির্মাণ শ্রমিককে।অভ্যন্তরীণ সূত্রে খবর, বি এম এস সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে যারা তেলিয়ামুড়ায় এরকম গুন্ডাগিরি চালিয়ে যাচ্ছে তারা সকলেই বি এম এস এর -খোয়াই জেলার সম্পাদক রাজেশ ঘোষের চেলা বলেই পরিচিত।

আর এই রাজেশ ঘোষই হচ্ছে তেলিয়ামুড়ায় ঘটে যাওয়া এই ঘটনাগুলির মূল মাস্টারমাইন্ড। জেলা সম্পাদক রাজেশ ঘোষ চোরকে বাঁচানোর চেষ্টা সহ চোরকে দিয়ে সাংবাদিকের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করানো সহ বিভিন্ন জঘন্যতম কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত রয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এই বিএমএস নেতৃত্বের অপকর্ম নতুন নয়, দীর্ঘদিন ধরেই তেলিয়ামুড়ার শ্রমিকরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে নানা প্রকারের হেনস্থার শিকার হচ্ছে বলে পূর্বেও বহুবার অভিযোগ উঠেছে। ইতিপূর্বে টমটম চালক ও অটো চালকদের সাথে বার কয়েক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা ঘটেছে।

প্রতিবেশীর হামলায় যুবক আশঙ্কাজনক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। পারিবারিক ঝামেলার জেরে প্রতিবেশী আত্মীয়ের আক্রমণে গুরুতর আহত এক যুবক। ঘটনা, তেলিয়ামুড়া থানাধিন খামতিংবাড়ি এলাকায় শনিবার গাভীর রাতে। সংবাদে প্রকাশ, বৈদ্যুতিক তার লাগানকে কেন্দ্র করে পাশাপাশি বাড়ির দুই আত্মীয় পরিবারের মধ্যে ঝামেলার সূত্রপাত হয়।

আর এই ঝামেলার জেরে আচমকাই প্রতিবেশী এক আত্মীয়ের বেধড়ক মারে গুরুতর আহত হয় ছিনতাই দেববর্মা নামের এক যুবক। অভিযোগ, তাকে গুলতাই সহ বিভিন্ন ধারালো অস্ত্র দিয়ে মেরে গুরুতর আহত করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পেরে তৎক্ষণাৎ এলাকার লোকজন খবর দেয় তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের। এই ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় ছিনতাই দেববর্মা নামের ঐ যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। পরবর্তীতে তেলিয়ামুড়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাঁদা তুলে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করলেন এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। বেহাল রাস্তা এলাকাবাসী নিজেরা চাঁদা তুলে রাস্তা সংস্কারের করছেন। গন্ডাছড়া মহকুমার রামনগর পঞ্চায়েতের গুণবান চাকমা পাড়া।প্রায় ৪০পরিবার বসতি বাজার থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা গুণোবান চাকমা পাড়া।

দীর্ঘদিন রাস্তা বেহাল দশা নিয়ে আছেন।এলাকাবাসী একাধিকবার অভিযোগ করো কোন দপ্তর সে রাস্তার ভার নিচ্ছেন না। না নিচ্ছেন গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর পূর্ত দপ্তর ভিডিও এমন কি এমপি থেকে বিধায়ক এমডিসি থেকে ইএম এ রাস্তার দায়ভার কেউ নিচ্ছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ রাস্তা কথা বলতে পারেন না বলে তারা রাস্তাকে জিজ্ঞাসা করতে যে রাস্তা তুমি কার। তাই বাধ্য হয়ে এলাকাবাস নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে রাস্তার কাজ করেন। একদিকে পেয়েছেন সরকারি ঘর নিতে পারছেন না ইট সিমেন্ট বালি রড ছাএ ছাত্রীরা স্কুলে আসতে পারছেন না।অভিযোগ করেও রাস্তার সংস্কার হচ্ছে। বাম আমলে এরাস্তার কাজ হয়ে ছিল। কোন এক অগ্যক্ত কারণে বন্ধ হয়ে যায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অতীতের আতঙ্কের ক্লাব সংস্কৃতি এখন আমূল বদলে গেছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। রাজ্যে রক্তদান এখন উৎসবের রূপ নিয়েছে। রক্তদানের চাইতে বড় দান আর কিছুই হতে পারে না। রক্তের কোন ধর্ম নেই। একজনের রক্তে ৩ থেকে ৪ জনের জীবন বাঁচে। আজ আগরতলার সূর্যচৌমুহনীস্থিত স্মৃতি ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত মেগা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ক্লাবগুলিকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলে চলবে না, নেশামুক্ত রাজ্য গড়তে ক্লাবগুলিকে নেশাবিরোধী আলোচনাচক্রেরও আয়োজন করতে হবে। নেশা সভ্যতা ও সমাজের জন্য ক্ষতিকারক। নেশার করালগ্রাসে অনেক প্রতিভাবান সমাজ থেকে হারিয়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্য সরকার এবারের বাজেট প্রস্তাবে রাজ্যের ৮ জেলায় ৮টি নেশামুক্তি কেন্দ্র খোলার সংস্থান রেখেছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, রক্তের গ্রপ বিন্যাসের জনক হলেন ভিয়েনার বিজ্ঞানী ডা. কার্ল ল্যাণ্ডস্টেইনার। তিনিই রক্তের এ, বি, ও এবং এবি এই ৪টি শ্রেণীবিন্যাস করেন। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি আজ সমগ্র বিশ্বে পূজিত হন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একজন ১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়সের সুস্থ ব্যক্তি প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর রক্তদিতে পারেন। রক্তদিলে শরীর ভাল থাকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন রাজ্যের সর্বত্র বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রক্তদানে এগিয়ে এসেছে। রাজ্যের সর্বত্র নতুন নতুন রক্তদাতাও রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করায় ক্লাব কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অতীতের আতঙ্কের ক্লাব সংস্কৃতি এখন আমূল বদলে গেছে। তার জায়গায় স্থান করে নিয়েছে রক্তদান, সংস্কৃতিচর্চা, খেলাধুলা ও সামাজিক উন্নয়ন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার রাজ্যে সকল অংশের মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে কোন রাজনৈতিক রঙ দেখা হয়না। সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রদর্শিত পথে সবকা সাথ-সবকা বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজমদার বলেন, রক্তের কোন বিকল্প নেই। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৬৫ ▫ ১০ জুলাই ২০২৩ইং ▫ ২৪ আষাঢ় ▫ সোমবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সংখ্যালঘুদের অস্বস্তি রক্ষা করিবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি!

অভিন্ন দেওয়ানী বিধি নিয়া সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হইয়াছে। এমনটাই মন্তব্য করিয়াছেন এসজিপিসি সভাপতি হরজিন্দর সিং ধামী। শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করা শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি প্রস্তাবিত অভিন্ন দেওয়ানি বিধির তীব্র বিরোধিতা করিয়াছে।অভিন্ন দেওয়ানি বিধি দেশে অপ্রয়োজনীয় বলিয়াও মন্তব্য করিয়া এসজিপিসি। তাহারা বলিয়াছেন সংবিধান বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যকে স্বীকৃতি দেয়। এসজিপিসি প্রধান হরজিন্দর সিং ধামীর সভাপতিত্বে উচ্চ পর্যায়ের সংগঠনের বৈঠক হয়। পরে সংগঠনের বৈঠকের পরে এসজিপিসি প্রধান হরজিন্দর সিং ধামী বলেন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়া দেশের সংখ্যালঘুদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সংখ্যালঘু পরিচয়, মৌলিকতা এবং নীতিগুলির ওপরে আঘাত করিবে।বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশে এই একই ধরনের আইন নিয়াও একই যুক্তি খাড়া করিয়াছে এসজিপিসি। ভারতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়া এসজিপিসি বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসবিদ, মণ্ডিত, আইনজীবীদের নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করিয়াছে।'

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়া এসজিপিসির প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, এটি চালু হইলে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব, তাহাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি দমিত হইবে।'

সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের জনগণকে নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির টানা হ্যাচরা যেন নিত্যদিনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভোটব্যাঙ্ক স্ফীত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে হিন্দুত্ববাদী বলিয়া অনেক রাজনৈতিক দল আখ্যায়িত করলেও এই তকমা খারিজ করিবার জন্য বিজেপির প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি নাই। সংখ্যালঘু জনগনের কল্যাণ সাধন করিবার মধ্য দিয়াই বিরোধীদের যোগ্য জবাব দেবার চেষ্টা চালাইতেছে কেন্দ্রের বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার। নানা সমীক্ষার মধ্য দিয়া তাহার প্রমাণ মিলিতেছে। নির্বাচনে জয় পরাজয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করিতেছে বিভিন্ন রাজ্যে। বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করিতে পারিতেছে বিজেপি সহ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল। সেই কারণেই সংখ্যালঘুদের নিয়া মায়া কান্নার কোন খামতি রাখিতে চাহিতেছে না কোন রাজনৈতিক দল। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের গত নয় বছরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ ইহার সুফল ভোগ করিতেছেন। শিক্ষা চাকুরী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের জন্য বাড়তি সুবিধা প্রদান করিতেছে সরকার।

সংখ্যালঘুদের সুযোগ-সুবিধার দিকে বেশি করিয়া নজর দেওয়া জরুরি। দলমত নির্বিশেষে প্রায় সব সরকারই এরকম মত পোষণ করে। তবে, বর্তমান মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংখ্যালঘু বিদ্বেষের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যানও কি একই কথা বলিতেছে? সম্প্রতি সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের তথ্য দিয়াই সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন এক বিজেপি নেতা। তাহা মোদির আমলে সংখ্যালঘুদের বিকাশের কোন তথ্য তুলিয়া আনিলেন তিনি? সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচার করিতেছে কেন্দ্র। এমন অভিযোগে প্রায় একযোগেই সরব হন বিরোধীরা। তাঁহাদের সব অভিযোগ যে অমূলক, তাহা নয়। তবে, এর পালটা হিসাবে একেবারে অন্য তথ্যও যে আছে, তাই-ই এবার স্পষ্ট করিয়া দিলেন বিজেপি নেতা তথা গেরুয়া শিবিরের সংখ্যালঘু সেলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদিক সুফি এম কে চিস্তি। তাঁহার দাবি, মোদির আমলেই সংখ্যালঘুরা সবথেকে বেশি সুবিধা পাইয়াছে।'প্রায় ৯ বছরের মেয়াদে মোদি সরকারের সঙ্গে সংখ্যালঘুদের রসায়নে অনেকটাই বদল আসিয়াছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষাও সে ইঙ্গিত দিয়াছিল। বিজেপি মানেই যে সংখ্যালঘু বিদ্বেষী দল, এমন একরৈখিক বিরোধিতার বয়ানকে সন্দেহের মুখে দাঁড় করিয়াছিল এই সমীক্ষা। সিএসডিএস লোকনীতি-র বিশেষ এই সমীক্ষা জানাইয়াছিল, ৪৪ শতাংশ মুসলিম ধর্মাবলম্বী মনে করেন, অর্থনৈতিক অবস্থা মোটের উপর একই রকম আছে। নতুন নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মোদির ভূমিকা নিয়াও সেখানে তারিফ করিয়াছেন মুসলিমরা। এক্ষেত্রেও হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমদের তরফে বেশি ভোট পাইয়াছেন মোদি। যেখানে ১১ শতাংশ হিন্দু মোদির পক্ষে, সেখানে মুসলিমদের সমর্থন ১৪ শতাংশ। হিন্দুদের থেকেও বেশি শতাংশ মুসলিমরা মোদিকে সেরা বক্তা হিসাবে মনে করেন। তাঁহাদের মতে মোদির মতো সুবক্তা সারা দেশে আর নাই। মোদির কথার জাদুতে যেমন মুগ্ধ ২৪ শতাংশ হিন্দু, তেমনই মুগ্ধ ২৯ শতাংশ মুসলিম। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মনের কথাই এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। একই ইঙ্গিত করিয়াছেন এই বিজেপি নেতাও। তাঁহারও দাবি, মুসলিমরা তো বটেই, সামগ্রিক ভাবে সংখ্যালঘুরা সবথেকে বেশি উপকৃত হইয়াছেন মোদির জমানাতেই। তথ্য দিয়া তিনি জানাইয়াছেন, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ২০১৪ সালে সরকারি চাকুরে ছিলেন ৪.৫ শতাংশ। সেখানে বর্তমানে সেই হার বাড়িয়া হইয়াছে ১০.৫ শতাংশ। অর্থাৎ সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুরা যে অনেকটাই অগ্রসর হইয়াছেন, এমনটাই মত নেতার। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, সাধারণ মানুষের জন্য যে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প আনিয়াছে মোদি সরকার, তাহার সুবিধা পাইয়াছেন সংখ্যালঘুরা। উন্নয়নের নিরিখে অন্তত সরকার কোনও রকম ভাগাভাগিকে যে প্রশ্রয় দেয়নি, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন তিনি।

পাক ক্রীড়া মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, বিশ্বকাপে যাবে না পাক দল, বিপুল লোকসানের আশঙ্কা করছে আইসিসি!

করাচি, ৯ জুলাই(হি.স.): আজ পাকিস্তানের ক্রীড়ামন্ত্রী এহসান মাজারির এক হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতে হতে চলা বিশ্বকাপে পাক দলকে খেলতে যাবে না। আর পাকিস্তানের এই হুঁশিয়ারিতে বিপুল লোকসানের আশঙ্কা করছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা-আইসিসি।

পাক ক্রীড়ামন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, যদি ভারতীয় ক্রিকেট দল এশিয়া কাপ খেলতে পাকিস্তানে না আসে তাহলে আগামী বিশ্বকাপে পাকিস্তান দল ভারতে যাবে না।

পাকিস্তান ক্রীড়ামন্ত্রীর এমন হুঁশিয়ারিতে বিশ্ব ক্রিকেট মহলে আলোড়ন পড়ে গেছে। কারণ, পাক-ভারত খেলা না হলে বিশ্বকাপ উজ্জ্বলতা হারাবে। আর পাকিস্তান না খেলা মানেই বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে আইসিসি।

তবে এটা পাক ক্রীড়ামন্ত্রীর ব্যক্তিগত মতামত। এ বিষয়ে অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।

সিটি স্ক্যানার কীভাবে কাজ করে?

অসীম সুর চৌধুরি

১৮৯৫ সালে বিখ্যাত জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী 'উইলহেলম রন্টজেন' এক অজ্ঞাত পরিচয় রশ্মির আবিষ্কার করে তার নাম রেখেছিলেন 'এক্স রাশ্মি'। আজ একশ পুঁচিশ বছর পার হওয়া সত্ত্বেওএ তার এক্স রশ্মি নামটা কিন্তু এখনও বদলায়নি, যদিও এই অজ্ঞাত রশ্মির সিংহভাগ তত্ত্বই আমাদের কাছে এখন জ্ঞাত। অনেক দেশে অবশ্য এক্স রশ্মিকে আবিষ্কারকের নাম অনুসারে 'রন্টজেন রশমি' বলা হয়। কিন্তু কেন জানি না, আজও সেই নামটা জনপ্রিয় হতে পারল না। তবে নাম যাই হোক না কেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে এক্স রশ্মির সম্পর্ক একেবারে গলায় গলায়। এক্স রশ্মি ছাড়া আধুনিক চিকিৎসার কথা ভাবাই যায় না। তুলনামূলভাবে অনেক কম খরচ লাগে বলে এর জনপ্রিয়তাও প্রশ্নাতীত। যে কোনও শহরের পাড়ায় পাড়ায় গড়ে ওঠা এক্স রে ক্লিনিকগুলি এই কথাই প্রমাণ করে দেয়। শরীরের অন্তস্থ চোট কিংবা চিড় ধরা হাড়েণ প্রতিবিম্ব দেখতে হলে এক্স রশ্মির সাহায্য আমাদের নিতেই হবে। কিন্তু ভেঙে যাওয়া হাড়ের যত ছবিই এক্স রশ্মি তুলুক না কেন, এর কিছু সীমাবদ্ধতা চিকিৎসার ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করতে লাগল। যেমন এক্স রশ্মির সাহায্যে উৎপন্ন প্রতিবিম্বগুলি দ্বিমাত্রিক অর্থাৎ এদের শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে কিন্তু কোনও গভীরতা নেই। তাই এই ছবি দেখে বোঝা শক্ত যে হাড়ের কত গভীরে আঘাত লেগেছে। তা ছাড়া একটা হাড়ের পেছনে আর একটা হাড় ঢাকা পড়ে গেলে তার ছবিও সনাতনী এক্স রে পদ্ধতি সাহায্যে পাওয়া সম্ভব নয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য দরকার পড়ল এমন এক যন্ত্রের যার সাহায্যে ত্রৈমাত্রিক (৩ ডি) প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করা সম্ভব। 'কম্পিউটারাইসড ঠমোগ্রাফি' বা সংক্ষেপে 'সিটি' হচ্ছে এমনই এক ধরনের মেশিন। এই যন্ত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সাথে সাথে প্রতিবিম্বের গভীরতাও ধরা পড়ে। কোনও হাড়ের পেছনে অন্য কোনও হাড় লুকিয়ে থাকলে তার ছবিও এণ সাহায্যে অনায়াসে দেখা যায়। শরীরের যে কোনও জায়গায় 'স্ক্যান' করে তার প্রতিবিম্ব আমরা দেখতে পাই বলে এই যন্ত্রটা 'সিটি স্ক্যানার নামে পরিচিত।

এক্স রশ্মির আবিষ্কার ১২৫ বর্ষ পেরিয়ে গেলে কী হবে সিটি মেশিনের অতীত কিন্তু খুব একটা পুরনো নয়। ১৯৭২ সালে এক ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার 'গডফ্রে হানস্ফিল্ড' প্রথম সিটি স্ক্যানারের উদ্ভাবন করেন। এই কাজটা করতে তাকে সাহায্য করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মানো আমেরিকান পদার্থবিদ 'অ্যালান করম্যাক'। এই জন্য ১৯৭৯ সালের চিকিৎসা বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার যৌথভাবে তাঁদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। সিটি স্ক্যানারকে আধুনিক ডিজিটাল কম্পিউটারের সাতে এক্স-রে মেশিনের মেলবন্ধন বলা যেতে পারে। সিটি মেশিনের আবিষ্কারের আগে আর এক ধরনের স্ক্যানার মেশিনের খুব চল ছিল। এগুলিকে বলা হত 'কম্পিউটারাইসড অ্যাক্সিয়াল টমোগ্রাফি' বা সংক্ষেপে 'ক্যাট'। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ক্যাট-এর চালু হয়। এই পদ্ধতিতে এক্সরশ্মি দিয়ে দেহের অক্ষ বরাবর স্ক্যানিং করানো হত। ফলে সনাতনী এক্স-রে মেশিনের প্রতিবিম্বের তুলনায় ক্যাট -এর ছবি অনেক ভালো ও গভীরতা যুক্ত হত। কিন্তু দেহের উপর নীচ, ডাইনে ও বাঁয়ে, এক কথায় প্রতিটি জায়গায় ছবি তুলতে অক্ষম হওয়ার ফলে ক্যাট-এর প্রস্তান ঘটস, এল সিটি, যার জয়যাত্রা এখনও অব্যাহত।

এক্স রশ্মির আবিষ্কার ১২৫ বর্ষ পেরিয়ে গেলে কী হবে সিটি মেশিনের অতীত কিন্তু খুব একটা পুরনো নয়। ১৯৭২ সালে এক ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার 'গডফ্রে হানস্ফিল্ড' প্রথম সিটি স্ক্যানারের উদ্ভাবন করেন। এই কাজটা করতে তাকে সাহায্য করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মানো আমেরিকান পদার্থবিদ 'অ্যালান করম্যাক'।

কীভাবে কাজ করে এই সিটি স্ক্যানার, এবার এটাই দেখা যাক। প্রচলিত এক্স-রে মেশিনের সাথে এর কর্ম পদ্ধতির অনেক তফাৎ রয়েছে। পুরনো পদ্ধতিতে এক্স-রে মেশিনের ঠিক বিপরীত দিকে্ এক্স-রে ফিল্ম রাখাথাকে। রোগীকে এদের মাঝে রেখে মাত্র এক সেকেন্ডের কয়েক ভগ্নাংশ সময়ের জন্য এক্স রশ্মি পাঠানো হয়। রোগীর দেহ ভেদ করে এই রশ্মি এক্স-রে ফিল্মে গিয়ে বিভিন্ন হাড়ের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। কিন্তু এক্স-রে পদ্ধতির অসুবিধা হল কেবলমাত্র একটা কোন থেকেই এর সাহায্যে আমরা ছবি পেতে পারি। একই হাড়ের ছবি বিভিন্ন কোন থেকে পাওয়ার কোনও সুবিধা এক্স রে মেশিনে নেই। প্রচলিত এক্সরের এই অক্ষমতা দূর করেছে সিটি স্ক্যানার য এই স্ক্যানার মেশিনে থাকে একটা এক্সরে টিউব আর তার ঠিক বিপরীত দিকে থাকে সারিবদ্ধ ইলেকট্রনিক্স ডিটেক্টর। ডিক্টেটরগুলি অনুভূতিপ্রবণ। এক্স রশ্মি এদের উপর পড়লেই সেই প্রতিবিম্বের ছবি প্রতিটি ডিক্টেটর আলাদা আলাদাভাবে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত করে কম্পিউটারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কম্পিউটার তখন সেই চিত্রগুলি বিশ্লেষণ করে একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি আমাদের কাছে খাড়া করে। যে ব্যক্তির সিটি স্ক্যান করা হবে, তাকে এক্সরে টিউব ও ডিক্টেটরের মাঝামাঝি একটা নির্দিষ্ট জায়গায় শউইয়ে দেওয়া হয়। এইবার দেহের যে জায়গায় স্ক্যান করতে হবে, সেই এলাকার চারদিকে এক্সরে মেশিনটা ঘুরিয়ে এক্স রশ্মি ছাড়া হয়। তবে একেকবারে দু-তিন মিলি সেকেন্ডের বেশি এক্স রশ্মি কখনওই রোগীর দেহে চালানো হয় না। সিটি মেশিনে এমন ব্যবস্থা আছে যে, এক্সরে টিউবটা যতটা কোনো ঘোরে, তার বিপরীত দিকের ডিজক্টেটরও ঠিক সেই নির্দিষ্ট কোণে ঘুরবে। এইভাবে শরীরের যে এলাকায় স্ক্যান করা দরকার, সেই জায়গায় নানা কোন থেকে এক্স রশ্মি পাঠানো হয়। তারপর ডিক্টেটর সেই ছবিগুলি বিশ্লেষণের জন্য কম্পিউটারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এক্সরে টিউবটা রোগীকে কেন্দ্র করে এক চক্কর অর্থাৎ ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে আসার পর বেশ অকেনগুলি প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। বিভিন্ন কোন থেকে নেওয়া প্রতিবিম্বগুলি বিশ্লেষণ করে কম্পিউটার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র তৈরি করে। বিশেষজ্ঞ কোনও ডাক্তার ওই ছবি পরীক্ষা করে হজেই রোগীর বর্তমান অবস্থা বলে দিতে পারেন। সিটি স্ক্যানিংয়ের একটা ক্ষতিকারক দিক হল রোগীর দেহে অনেক বেশি। সময় ধরে এক্স রশ্মি পাঠাতে হয়। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত এক্স রশ্মি আশেপাশের কোষগুলিকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। ফলে এর প্রভাবে চর্মরোগ থেকে শুরঃ করে দুরারোগ্য ক্যান্সার পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেসব বিজ্ঞানী প্রথম দিকে এক্সরশ্মি নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁদের অনেকেরই দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে কিংবা অঙ্গহানি ঘটেছে। তবে আশার কথা, আধুনিককালে যেসব সিটি মেশিন ব্যবহৃত হচ্ছে। তাতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে এক্সরশ্মি পাঠানো হয়, যাতে তার কোনও ক্ষতি হবে না।

বর্তমানে সিটি স্ক্যানারের জনপ্রিয়তা বাড়ছে ঠিকই, তবে তা এখনও সনাতনী এক্সরে মেশিনকে ছড়িয়ে যেতে পারেনি। এর প্রধান কারণ হল খরচ। একটা এক্সরে করাতে যা টাকা লাগে তার প্রায় দশ থেকে পনেরো গুণ বা আরও বেশি খরচ পড়বে সিটি স্ক্যান করাতে। তাই তো সাধারণ হাত-পা ভাঙার ছবি তুলতে আজও আমরা এক্সরে করাতে ছুটি। তাছাড়া একটা ভালো সিটি স্ক্যানার মেশিন কিনতে দাম পড়ে কমবেশি দুই থেকে তিন কোটি টাকা। এই অত্যাধিক খরচ বহন করার ক্ষমতা দেশের খুব কম হাসপাতালেরই রয়েছে। সবই প্রায় বাইরের দেশ থেকে আমদানি করা। মুষ্টিমেয় কতগুলি দেশি কোম্পানি সিটি মেশিন বিক্রি করছে বটে, কিন্তু সেগুলিরও বেশির ভাগ যন্ত্রাংশ বিদেশ থেকে আনানো। তাই যতদিন না সম্পূর্ণভাবে এই মেশিনও তার সরঞ্জাম ভারতে তৈরি হচ্ছে, ততদিন খুব কম খরচে সিটি স্ক্যানিং করাবার স্বপ্ন আমাদের বয়ে নিয়ে বেড়াতেই হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

হৃদরোগ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডা. প্রকাশ মল্লিক

হৃৎপিণ্ডের অসুস্থতা জরুরি আকারনেওয়ার পূর্বে সাবধান হওয়া যায়। বিশেষ অসুস্থতা ছাড়া সামাজিক হৃদযন্ত্রের সাধারণ কিছু লক্ষণ প্রকাশঘটলে তার চিকিৎসা করে হৃৎপিণ্ডকে এগারিকাস ৩০' অথবা ২০০ প্রয়োগকরতে হবে। ক্ষীণ রক্ত সঞ্চালন যুক্তবৃদ্ধদের জন্য ৩০ শক্তির ওষুধ প্রতিদিন তিনবার করে অবস্থা ভেদে দু'বার খাওয়া চলে। প্রয়োজনে ১০০ শক্তির ওষুধ দিতে হবে।

২, ডিস্পেপশিয়া রোগী যখন প্যালপিটেশনে ভোগে এবং ওই প্যালপিটেশন বা পাশ হয়ে শুলে কম হতে থাকে তখন 'এঙ্গাস্ট্রাভেরা-৩০' শক্তি বা ২০০ শক্তির ওষুধ সেবনের জন্য দেওয়া হয়। ৩. বৃদ্ধ মানুষদের হৃৎপিণ্ড রোগেরযখন প্যালপিটেশন সহ বুকে চাপবোধ অনুভূত হয় তখন ক্র্যাটিগ্রাস ৩০' শক্তি কার্যকরী হয়।

৪. রোগী দমবন্ধ ভাবের কথা বলে এবং দেখা যায় তার নাড়ি অনিয়মিত চলছে অর্থাৎ প্রতি তিন-চার বার স্পন্দনের পর ইন্টারসিস্টেম হচ্ছে। নেই সঙ্গে শোথ, চক্ষুর নিম্নে থলির ন্যায় স্ফীত হয়ে আছে তখন "এপিস মেল ৩০" শক্তি খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। ৫. প্যালপিটেশন স্থির হয়ে বসে থাকলে অথবা শুয়ে থাকলে বেশি ম্যাগনেসিয়া মিউর ৩০' শক্তি দেওয়া হয়। ৬ হৃৎপিণ্ডের প্যালপিটেশন রোগীর মুখমণ্ডলের ফুটে উঠলে সিউরিয়াটিক ত্যাসিভ ৩০/২০০ "শক্তি ব্যবহার সুফল মিলে। ৭. হৃৎপিণ্ডের অ্যারজেনটাম মেট ৩০/২০০, শক্তি ব্যবহার সুফল মিলে। ৮. আরনিকা মন্ট" হৃৎপিণ্ডের অধিক শ্রম এবং হৃৎপিণ্ডের চতুর্দিকে অধিকতর মেদ জমলে ২০০ শক্তি ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। ৯. যখন কোনও রোগী হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর রুগ্ন হওয়ার সাথে সাথে মানসিক অস্থিরতার দিন কাটাতে থাকে এবং রোগ দুরারোগ্য মনে হওয়ার জন্য খাওয়ার আগ্রহ হারায় এবং মধ্যরাতে রোগের বৃদ্ধির অল্প অল্প ঠান্ডা জল পান করে, ঘুমাতে পারে না তখন "আর্সেনিক এলবা ৩০, শক্তি প্রতি চার/ছয় ঘণ্টা অন্তর রোগী শান্ত হবে। ১০. যেসব হৃদরোগে সহজে হৃৎপিণ্ড উত্তেজনাযুক্ত হয়, সেখানে এসফিটিডা ৩০ শক্তি কার্যকরী হয়। ১১. আরাম মেট ৩০/২০০ শক্তির ওষুধ হৃদরোগে যখন জানা যায় হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধি ঘটেছে কিন্তু তৎসহ হৃৎপিণ্ডের ডাইলেটেশন নেই। সেই সঙ্গে হৃৎপিণ্ডে মেদ জমা হয়েছে এবং মাংসপেশির ধ্বংস দেখা যাচ্ছে তখন সর্বপ্রকার চিকিৎসকবৃন্দ এই ওষুধটির ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করতে মনোযোগী হলে রোগীর উপকার হয়। ১২... এন্ডাকার্ডাইটিস সহ গ্যাস্ট্রাইটিস হলে বিসমাথ ৬/৩০ কার্যকরী হয়। ১৩. যদি কারোর হৃৎপিণ্ড গাউট কিংবা হিউমোটিজম্ অসুখে আক্রান্ত হয়, তখন সুস্থ থাকার জন্য বেজোয়িক এসিডাম ২০০ শক্তি রোগ মুক্তিতে সাহায্য করে। ১৪. ক্যাকটাস মোদার) এই ওষুধের লক্ষণগুলি বিচার-বিশ্লেষণ সতর্কতার সঙ্গে করতে হয়-সজোরে তপু সঙ্কুচিত হয় এবং রক্ত বেগে এওটার মধ্যে প্রবেশ করে। মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ড একখানি লোহার হাত দিয়ে ঘন ঘন চেপে দিচ্ছে এবং ছেড়ে দিচ্ছে। ফলে অনুভূত হয় হৃৎস্পন্দনের স্থানের অভাব। যুবকের হৃৎপিণ্ডের হারপারট্রফি,ও বাম ভেন্ট্রেকের বৃদ্ধি সহ হৃৎপিণ্ডের বলাগ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অনিয়মিত কার্য দেখা যায়। এই ওবুধে সেবন হৃৎপিণ্ডের বেগ ও কার্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়ে ক্যাকটাস খাওয়া ঠিক নয়। ১৫. কাফিয়া-৩০/২০০ হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুর উপর এই ওষুধের কার্য লক্ষ্য করা গেছে। ১৬. কলচিকাম-৩০/২০০ তরুণবাত রোগের পর হৃৎরোগ হলে কলচিকামের অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে ওষুধ দিলে উপকার পাওয়া যায়। ১৭, কোনায়াম-২০০ শক্তি বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের হৃৎপিণ্ড ও দুর্বলস্মৃতি শক্তিতে যখন কোনওপ্রকার মানসিক পরিশ্রম সহ্য করতে পারে না তখন ওষুধটি নির্বাচন করা হয়। ১৮-ডিজিটেলিস-৩০ শক্তি। হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রজনিত পীড়া, পেরিকাডাইটিস, রোগী মনে করে যদি সে নড়াচড়া করে তাহলে তার হৃৎপিণ্ড স্পন্দন করবে না। ১৯. জেলসিমিয়াম-৩০ রোগী মনে করে সে নড়াচড়া না করলে হৃৎপিণ্ড থেমে যাবে। রোগী স্নায়বিক রোগে শীত বোধ করে গাত্রচর্ম উষ্ণ থাকা সত্ত্বেও। ফলে শরীর থর থর করে কাঁপায় কোনও একজনকে ধরে থাকতে বলে।

২০. যখন কোনও হার্টের রোগী নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে শোয় না তখন গ্রিগালিয়া রোবাস্টা-৩০ কয়েক বার খেলে উপকার পাওয়া যায়। ২১. যখন কোনও মানুষের নাড়ি অসম, অনিয়মিত ইন্টারমিটেন্ট অথবা দ্রুত এবং দুর্বল সেই সঙ্গে চোখের উপরের পাতা ফোলা ত্ত তখন কেলিকার্ব-৩০/২০০ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হয়। ২২.লাইকোপোডিয়াম-৩০/২০০ হার্ট ভাইলেটেড অর্থাৎ প্রসারিত হৃৎপিণ্ডের রোগী পা ফোলা ও কম পাঁবে জন্য লাইকোপোডিয়াম প্রয়োগ করে অপেক্ষা করতে হয়। ডোজের ডাক্তারবাবুর পরামর্শ প্রয়োজন। ২৩. লোবেলিয়াইন-৩০ শক্তি। রোগী মনে করে হৃৎপিণ্ড স্পন্দন করবে না। ২৪. ভাইপেরা-৩০ শক্তি। পেট ফাপা এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হলে ভাইপেরা-৩০ শক্তি খেলে উপকার হয়। ২৫. স্থির হয়ে বসে থাকলে বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হবে না এবং এই লক্ষণের সঙ্গে যদি মিষ্টি বিশেষ করে চিনি খাবার আগ্রহ থাকে এবং নিম্নশাখা অর্থাৎ দু'টি পায়ে দুর্বলতা ও কম্পন বোঝা যায় তখন আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম-২০০ শক্তি খেতে দিতে হবে। প্রয়োগ করা হয়। আর একটি লক্ষণ হল-- যেন বক্ষ মধ্যে উত্তপ্ত লৌহ প্রবেশ করছে এমন অনুভূতির সঙ্গে বুকের উপর ভারী বস্ত চাপানো আছে - ন্যাজা কার্যকরী হয়। সেই সঙ্গে আমাদের কিছু সাবধান বর্জনীয়। ২. অধিক্ষণ দমবন্ধ রাখার কোনও কাজ অনুচিত। ৩. দমবন্ধ করে কোনও ভারী বস্তু উত্তোলন বিপঙনক। ৪. হস্ত-মৈথুন দ্বারা প্যালপিটেশন বৃদ্ধি হয়ে প্রাণ সংশয়। ৫. বীর্যক্ষয় হৃৎরোগীর পক্ষে বিপদ। ৬. অতিরিক্ত পরিশ্রম নিষেধ। দৌড়ানো, দ্রুত বেগে হাঁটা, সীতার কাটা রোগের বৃদ্ধি ঘটায়। ৭. উবাস ও রাত্রি জাগরণ ক্ষতিকর। ৮. নানাবিধ গরমমশলা, মদ, তামাক, কফি বেশি চা ক্ষতিকর। ৯. উদরপূর্ণ আহার নিষেধ। ১০. অল্প আহার করে উদরপূর্ণ জল পান ক্ষতিকর। ১১. রোগী শান্তভাবে স্থিরতা ও ধৈর্য সরকারে জীবনযাপনে আগ্রহী হলেও সুপাচ্য পথ্য খেলে বিপর্যয়ের আশঙ্কা কমে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

চুপ থেকে মেনে নিতেন না

বিশেষ প্রতিবেদন।। জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডে শাসকের বর্বরতা সমস্ত দেশকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। ভারতীয় রাজনৈতিক নেতারা শাসকের ভয়ে ভীতই ছিলেন। প্রত্যক্ষ প্রতিবাদে কোনও প্রথম সারির নেতাকেই দেখা যায়নি। রাজনৈতিক কোনও দল বা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও এই নৃশংস হত্যালীলার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদটি উচ্চারিত হয়েছিল এক কবির কলম থেকেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সে সময়ে কোনও রাজনৈতিক পরিচয় তো ছিলই না, বরং এলিটিজমের একটা মিথ্যে নিন্দা তত দিনে তাঁর সাহিত্যকীর্তিকে ঘুরে ফিরতে শুরু করেছিল।

জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের কিছু পরে, ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। জাহাজ-যাত্রায় এক ঘটনা ঘটে। বম্বেতে তখন ঘাটের খালাসিরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। প্রস্তাবিত ধর্মঘটের আগেই জাহাজটি যেন বন্দরে পৌঁছে যায় সেই লক্ষ্যে অতিরিক্ত মজুরির লোভ দেখিয়ে স্টোকারদের এত বেশি পরিশ্রম করানো হয়েছিল যে, অতিরিক্ত শ্রম ও দারুণ উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে এক জন স্টোকার ইঞ্জিন-ঘরের সামনেই মারা যান। কবিমন সহজে মেনে নিতে পারে না ঘটনাটি। বিলাতযাত্রীর পত্র-তে লেখেন, "...খনি-কারদের বলি না দিলে খনি থেকে কয়লা ওঠে না, স্টোকারদের বলি না দিলে জাহাজ সমুদ্র পার হয়ে খেয়াঘাটে পৌঁছয় না...।"

জাহাজে প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও "নিম্নশ্রেণি"র যাত্রীদের ভিড়ে ঠাসা দমবন্ধ অবস্থা তাঁকে বিচলিত করেছিল। এই সমস্ত ঘটনা ও দৃশ্য রবীন্দ্রনাথকে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার "প্রকৃতি ও পরিণতি" বিষয়ে গভীর ভাবে ভাবায়। এই ভাবনার প্রতিফলন তাঁর বিভিন্ন চিঠিতে পাই। তিনি লেখেন, "সমষ্টি এবং ব্যষ্টির যোগেই বিশ্বজগত। সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টিকে যদি অত্যন্ত বেশি সঙ্কুচিত হতে হয়, তাতে সমষ্টির যথার্থ উৎসকর্ষ হয় না। এতে শক্তির স্বভাব প্রকাশ পায়। ...প্রভূত নরবলির উপরে মানুষের রাষ্ট্র ও সমাজধর্ম প্রতিষ্ঠিত।... আমাদের দেশে সমাজধর্মের দোহাই দিয়ে আমরা এতকাল নরবলি দাবী করে এসেচি; শূদ্রকে বলে এসেচি অগৌরবে তুমি সম্মত হও কেন না সমষ্টিদেবতার সেই আদেশ অতএব এই তোমার ধর্ম; নারীকে বলে এসেচি কারাবেষ্টনে তুমি সম্মত হও তাহলেই সমষ্টিদেবতার কাছে তুমি বর লাভ করবে। তোমার ধর্ম রক্ষা হবে। কিন্তু সমষ্টিদেবতা সর্বকালের দেবতার প্রতিযোগী হয়ে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। মানুষকে খর্ব করার অন্যায় এবং দুঃখ রাষ্ট্রের এবং সমাজের স্তরে স্তরে জমে উঠচে, এমনি করে প্রলয়ের ভূমিকম্পকে গর্ভে ধারণ করচে।" বিলেতযাত্রার সঙ্গী পুত্র রথীন্দ্রনাথের ডায়েরি বলে, রোটেনস্টাইন যখন তাঁর পরিবার সমেত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তাঁদের মধ্যে কথোপকথনের বিষয় ছিল, "রাজশক্তির শোষক চরিত্রের কথা জেনেও সমাজের বিদগ্ধ ব্যক্তিরা কি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন?'' রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব আর্টের উদাহরণ দিয়ে বলেন, সরকারি সাহায্য মানেই শিল্পীকে বাধানিষেধের মধ্যে বেঁধে ফেলে একপ্রকার পঙ্গু করে দেওয়া। এর ফলে শিল্পের ক্ষতিই হয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক ভাবনার মতো এই অবস্থানটি নিয়েও আমরা খুব বেশি ভাবিনি। ফলে এই "পঙ্গুত্ব"-র লক্ষণ আমাদের এখনকার শিল্প সাহিত্য সিনেমা থিয়েটার সর্বত্র অধিকার করে ফেলেছে। শাসকের জয়গাথা অথবা সমসাময়িক সঙ্কট ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় নির্মিত এক অসচেতন শিল্পপ্রয়াসের প্রদর্শনী আজ আমাদের চার দিকে। শাসকের নির্দেশে যখন ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়া, বা বলা ভাল, ভুল ইতিহাস প্রচার করার রীতি শুরু হচ্ছে, আশ্চর্য লাগে দেখে যে কত কম প্রতিবাদ উঠে আসছে সমাজ থেকে, রাজনীতি থেকে। যে বুদ্ধিজীবী শিল্পী-সাহিত্যিকরা কোনও না কোনও রাজনীতির সঙ্গেই যুক্ত, তাঁরাও কী আশ্চর্যভাবে চুপ। অথচ বিদ্যালয়-স্তরে এমন কাণ্ড ঘটলে তার থেকে বড় সামাজিক অন্যায় আর কী হতে পারে। সাধারণ নাগরিকের ক্ষমতা সীমিত। তাই তাঁরা নির্ভর করেন শিল্পী-সাহিত্যিকদের উপর, যাঁদের কথা অনেকে শুনতে পায়। সাধারণ মানুষের মনে তাই প্রশ্ন, কেন ওঁদের এই চুপ করে থাকা? সরকারি আনুকূল্যের আশায়? সরকারি রোষের ভয়ে? রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হয়েছিলেন লর্ড মন্টেগুর সঙ্গে, যিনি সেই সময়ে পার্লামেন্টে জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের হোতা জেনারেল ও"ডায়ারের কর্মকাণ্ডের সওয়াল বিচার করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মন্টেগুকে বলেন, ''ভারতের শাসনব্যবস্থা যেন এক যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে যার মধ্যে হৃদয়ের স্পর্শ নেই।" কাথিয়াবাড়ের রাজাদের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও সেখানকার গরু-মোষদের সুদূর ব্রাজিলে চালান করে ইংরেজরা প্রভূত অর্থ লাভ করছে, কিন্তু দুধের অভাবে সেখানকার হাজার হাজার শিশু অকালে মারা যাচ্ছে এও তিনি মন্টেগুকে বলেন। যেখানে যতটা সুযোগ পেয়েছেন, নিজের দেশের মানুষের দুঃখের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, অভিযোগ করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন। শিখিয়েছেন, শিল্পী-সাহিত্যিকের মনকে হতে হবে ব্যাপ্ত কেবল নিজেরটুকু নিয়ে থাকা নয়, নিজের স্বার্থভাবনায় নিমজ্জিত নয়। আমরা সেই শিক্ষা গ্রহণ করেছি কি না, তা অবশ্য প্রমাণ করছে বর্তমান।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ক্যালিফোর্নিয়ায় যাত্রীদের নিয়ে ভেঙে পড়ল বিমান, ভিতরে থাকা ছ'জনেরই মৃত্যু

ক্যালিফোর্নিয়া, ৯ জুলাই (হি.স.): ক্যালিফোর্নিয়ায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি যাত্রীবাহী বিমান। যাত্রীদের নিয়ে মাঠের উপর ভেঙে পড়ে একটি ব্যবসায়িক জেট বিমান। তাতে মোট ছ'জন ছিলেন। ঘটনাস্থলেই সকলের মৃত্যু হয়েছে।

আমেরিকার সময় অনুযায়ী, শনিবার স্থানীয় সময় ভোর ৪টে ১৫ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ক্যালিফর্নিয়ার মুরিয়েটা শহরে ফ্রেঞ্চ ভ্যালি বিমানবন্দরের কাছেই বিমানটি ভেঙে পড়ে।

দুর্ঘটনাস্থল সান দিয়েগো থেকে ৬৫ মাইল উত্তরে।

দেশের ফেডেরাল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানিয়েছে, লাস ভেগাসের হ্যারি রেইড আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেসনা সংস্থার ব্যবসায়িক জেটটি।

তাতে চালক, বিমানকর্মী-সহ ছ'জন ছিলেন। প্রত্যেকেরই মৃত্যু হয়েছে।

তবে মৃতদের পরিচয় এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত করা যায়নি। বিমানটি একটি মাঠের উপর ভেঙে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গেই তাতে আগুন ধরে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলবাহিনী। তারাই আগুন নিভিয়ে বিমানের ধ্বংসাবশেষ থেকে ছ'জনের দেহ উদ্ধার করে।

মণিপুর সরকার রাজ্যে ভিআইপিদের কমিয়ে কৃষকদের জন্য বাড়িয়েছে নিরাপত্তা

ইমফল, ৯ জুলাই (হি.স.) : মণিপুরে ভিআইপিদের জন্য নিরাপত্তা কমিয়ে বাড়ানো হয়েছে কৃষকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

মণিপুর পুলিশের আইজি আইকে মুইভা জানান, রাজ্যে চলমান সহিংসতার পরিপ্রেক্ষিতে ভিআইপি, বিধায়ক এবং মন্ত্রীদের নিরাপত্তা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে কৃষিকাজের সময় কৃষকদের পাহারা দিতে ব্যবহার হবে নিরাপত্তা কর্মীদের। তিনি বলেন, প্রায় দুমাস ব্যাপী সহিংসতার জেরে রাজ্যে কৃষিকাজে বেজায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। তাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

আইজিপি মুইভা বলেন, কৃষি কার্যক্রম যাতে নিবিড়ভাবে চলে সেজন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। ওই সব নিরাপত্তা বাহিনী শুধুমাত্র কৃষকদের তাঁদের দৈনন্দিন কৃষিকাজ করার ক্ষেত্রে সুরক্ষা দেবে। তিনি বলেন, তবে কৃষকদের তাঁদের কাজের জন্য বের হওয়ার আগে নিজ নিজ জেলার পুলিশ সুপারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তাই কৃষকদের প্রতি আইজিপির আহ্বান, যদি কোনও এলাকায় নিরাপত্তা দেওয়ার মতো পরিস্থিতি না থাকে, তা-হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকদের চাষের জন্য বাড়ির বাইরে যাওয়া উচিত নয়।তথ্য দিয়ে তিনি জানান, ইতিমধ্যে ইমফল পশ্চিম জেলায় ৮২২, ইমফল পূর্বে ২৯০, বিষ্ণুপুরে ২৩৬, থউবালে ১৪৭, কাকচিঙে ২০৪, কাংপোকপিতে ২০০ এবং চূড়াচাঁদপুর জেলায় ৩০০ জন সশস্ত্র কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।গত ৪৮ ঘণ্টায় পরিচালিত অভিযানের বিষয়ে মণিপুর পুলিশের আইজি আইকে মুইভা বলেন, ওই সময়ে রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঝুঁকিপূর্ণ, স্পর্শকাতর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। যে সব অঞ্চলে তলাশি অভিযান চলছে সেগুলি খোয়াইজুমন্তবির কাছে ল্যাংজা এলাকার পাহাড়ের চূড়া, চূড়াচাঁদপুরের পূর্ব ও পশ্চিম চিংলাংমেই পার্বত্য রেঞ্জ, উখা তাম্পাক, ফুইসানফাই, মইরাং তুরেল মাপাল ৯ নম্বর ওয়ার্ড এবং বিষ্ণুপুর জেলার ফুগাকচাও ইখাই আওয়াং লেইকাই, কাংপোকপি জেলার সোকোম গ্রাম, নাজারেথ গ্রাম, কেইফোম গ্রাম, সাহমফাই গ্রাম, খুনবি বাজার এলাকা। তবে অভিযানে কিছুই উদ্ধার হয়নি।

৬৩ দিনব্যাপী বলবৎ ইন্টারনেট নিষেধাজ্ঞা আংশিক প্রত্যাহারের নির্দেশ মণিপুর হাইকোর্টের

ইমফল, ৯ জুলাই (হি.স.) : প্রায় ৬৩ দিন যাবৎ চলমান ইন্টারনেট পরিষেবায় নিষেধাজ্ঞা আংশিক প্রত্যাহার করতে রাজ্য সরকারকে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছে মণিপুর হাইকোর্ট।গত ৩ মে থেকে মণিপুরে চলমান সহিংসতা, গোলাগুলি ও হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় মণিপুর হাইকোর্ট রাজ্য সরকার কর্তৃক আরোপিত দুই মাসব্যাপী ইন্টারনেট পরিষেবায় নিষেধাজ্ঞা আংশিকভাবে তুলে নেওয়ার অন্তর্বর্তী আদেশ জারি করেছে। বীরেন সিং সরকারকে আদালত সুপারিশ করেছে, ইন্টারনেট নিষেধাজ্ঞা পরীক্ষা করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রস্তাবিত সুরক্ষাগুলি মেনে চলার পাশাপাশি কেস-বাই-কেস ভিত্তিতে গৃহ সংযোগের জন্য সীমিত ইন্টারনেট অ্যাক্সেস প্রদান করার বিষয়ে বিবেচনা করা দরকার। আদালতের অন্তর্বর্তী আদেশ ২৫ জুলাই পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত 'হোয়াইট-লিস্টেড' ফোন নম্বরগুলিতে ইন্টারনেট সংযোগ পুনরুদ্ধারের পথ প্রশস্ত করবে।

প্রসঙ্গত, বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রস্তাবিত সুরক্ষার মধ্যে রয়েছে ইন্টারনেটের গতি ১০ এমবিপিএস-এ সীমাবদ্ধ করা এবং স্বরাষ্ট্র দফতর প্রদত্ত অনুমোদিত মোবাইল নম্বরগুলির একটি 'হোয়াইট-লিস্টেড' বজায় রাখা। পরিষেবা প্রদানকারীরা আশ্বাস দিয়েছে, ইন্টারনেট অ্যাক্সেস একচেটিয়াভাবে এই 'হোয়াইট-লিস্টেড' মোবাইল নম্বরগুলিতে সীমাবদ্ধ থাকবে, যাতে কোনও অননুমোদিত অ্যাক্সেস বা তথ্য ফাঁস না হয় তা নিশ্চিত করে।

ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের সম্ভাব্য অপব্যবহারের বিষয়ে উদ্বেগ মোকাবিলা করতে সরকার প্রস্তাব করেছে, 'হোয়াইট-লিস্টেড' গ্রাহকরা তাঁদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মাধ্যমিক ব্যবহারকারীদের দ্বারা সম্পাদিত যে কোনও অবৈধ কর্মের জন্য ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা গ্রহণ করে। প্রাইমারি গ্রাহকদের সেকেন্ডারি ব্যবহারকারীদের একটি লগ এবং তাদের ইন্টারনেট ব্যবহারের বিবরণ বজায় রাখা বাধ্যতামূলক হবে।

মণিপুর সরকার উচ্চ আদালতকে আশ্বস্ত করেছে, সীমিত ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের জন্য ট্রায়াল পরিচালনা করবে. এছাড়া প্রস্তাবিত সুরক্ষাগুলি বাস্তবায়নে অগ্রগতির রূপরেখা দিয়ে ১৫ দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন জমা দেবে।

আদালতের এই নির্দেশে এমন বাসিন্দাদের জন্য স্বস্তির বার্তা এনেছে, যাঁরা ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের দরুন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় বিল পরিশোধ, শিক্ষা কার্যক্রম এবং প্রাইভেট ফার্মগুলির নিয়মিত কার্য্যাবলিগুলিকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

বালুরঘাটে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে গেলেন সুকান্ত মজুমদার

বালুরঘাট, ৯ জুলাই (হি.স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির হয়ে কাজ করায় দলীয় কর্মী বিমান রায়ের বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। রবিবার আক্রান্ত দলীয় কর্মীর বাড়ি গেলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। ওই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি।গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন বিমান রায় ও তাঁর ছেলে বাপি রায়। তার পর থেকে বিজেপির হয়ে কাজ করেন তাঁরা। অভিযোগ, শনিবার রাতে বিমান রায়ের বাড়িতে হামলা চালায় তৃণমূলের লোকজন। পরিবারের লোকজনকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। আক্রান্ত হন বিমান রায় ও তাঁর ছেলে বাপি। এর আগেও এই পরিবারকে নানাভাবে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তাঁরা হুমকি পাচ্ছেন বলে অভিযোগ বিমান রায়ের।

এদিকে, বিষয়টি জানতে পেরে রবিবার দুপুরে ঘটনাস্থলে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। ওই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। এছাড়াও আক্রান্ত বিজেপিকর্মীর

বাস ও গাড়ির সংঘর্ষে হরিয়ানার জিন্দে মৃত ৮

জিন্দ, ৯ জুলাই (হি.স.): হরিয়ানার জিন্দ জেলায় হরিয়ানা রোডওয়েজ বাস ও একটি গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৮ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। রবিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জিন্দ জেলায় জিন্দ-ভিওয়ানি সড়কের ওপর বিবিপুর গ্রামের কাছে। যাত্রীতে পরিপূর্ণ যাত্রীবাহী গাড়িটি ভিওয়ানি থেকে জিন্দ যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে, বাসের চালক একটি গাড়িকে ওভারটেক করার চেষ্টা করছিলেন, তখনই ওই গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ওই ক্রুজার গাড়িতে কমপক্ষে ১৫ জন ছিলেন, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের ও ৭ জন আহত হয়েছেন। এছাড়াও বাসের দুই যাত্রী, চালকও আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাস্থলেই ৪ জনের মৃত্যু হয়, পরে আরও ৪ জন প্রাণ হারান। মৃতদের নাম-রবি, হরদীপ, সুখবিন্দর, হীরা, রাহুল, সঞ্জয় ও মনোজ। একজনের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

ভারতে ৩২-এ পৌঁছল দৈনিক সংক্রমণ; ফের কমল সক্রিয় রোগী, করোনায় মৃত্যু একজনের

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৩২ জন।

শনিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১, ৪৫৪-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৩।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্য্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬১,২০৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ।

বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৬১৯ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৪৩, ৮৪৬ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৮ জুলাই সারা দিনে ভারতে ৪৫,১৭৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ি পাহাড়পুরে ঝোপ থেকে উদ্ধার ২টি ব্যালট বাক্স, তৃতীয়টির খোঁজে চলছে তল্লাশি

জলপাইগুড়ি, ৯ জুলাই (হি.স.) : জলপাইগুড়ি পা হাড়পুর এলাকায় ঝোপ থেকে উদ্ধার হল ২টি ব্যালট বাক্স। রবিবার ব্যালট বাক্সগুলি উদ্ধার করে কোতয়ালি থানার পুলিশ। গতকাল গভীর রাতে জলপাইগুড়ির পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাকিমপাড়ার একটি বুথ থেকে লুট হয় তিনটি ব্যালট বাক্স। তারমধ্যে দুটি বাক্স এদিন উদ্ধার হলেও তৃতীয় বাক্সের খোঁজ মেলেনি। তৃতীয় বাক্সের খোঁজে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে জলপাইগুড়ি কোতয়ালি থানার পুলিশ শনিবার রাতে ভোট গ্রহন শেষ হওয়ার পর ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে জলপাইগুড়ির পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাকিমপাড়ায়। জানা গিয়েছে, গতকাল গভীর রাতে একটি বুথ থেকে ৩টি ব্যালট বাক্স লুঠ করে মুখোশ পরা দুষ্কৃতীরা। পুলিশ ও নির্বাচন কর্মীদের চোখের সামনে থেকে তিনটি ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। কাল রাত থেকেই ব্যালট বাক্স উদ্ধারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় পুলিশ।রবিবার সকালে স্থানীয় পাটখেতের পাশে ঝোপের ভিতরে একটি ব্যালট বাক্স দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর যায় জলপাইগুড়ি কোতয়ালি থানায়। পুলিশে। পুলিশ এসে তল্লাশি চালিয়ে ঝোপের ভিতর থেকে ২টি ব্যালট বাক্স উদ্ধার করে। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির ব্যালট বাক্স দুটির খোঁজ পাওয়া গেলেও জেলা পরিষদের ব্যালট বাক্সের খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি।এই ঘটনায় এলাকায় ফের ভোটগ্রহণের দাবি জানাতে শুরু করেছেন স্থানীয়রা। তাদের দাবি, ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। শাসক আর পুলিশ হাত মিলিয়ে এই কাজ করেছে।পুলিশ পাহারা থাকলে কী করে দুষ্কৃতীরা ব্যালট বাক্স লুঠ করল সেই প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা।

কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন সঠিক তথ্য দেয়নি : বিএসএফ ডিআইজি

কলকাতা, ৯ জুলাই (হি.স.): রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে স্পর্শকাতর এবং অতি স্পর্শকাতর বুথের তালিকা না পাওয়ার কারণেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঠিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। এমনই দাবি বিএসএফ—এর ডিআইজি—র। সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের সাউথ বেঙ্গল ফ্রনটিয়ারের ডি আই জি, সুরজিৎ সিং গুলেরিয়া বলেন, গতকাল পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী ও অন্য ২৫ রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মিলিয়ে ৫৯ হাজার জওয়ানকে মোতায়েন করা হয়েছিল। যেখানে এইসব জওয়ানেরা মোতায়েন ছিলেন সেখানে, মসৃণ ভাবে ভোট গ্রহণ হয়েছে, কারও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু বারবার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে স্পর্শকাতর বুথের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি বলে তার অভিযোগ। স্পর্শ কাতর বুথের তালিকা দিলেও রাজ্য নির্বাচন কমিশন বুথের অবস্থান না জানানোয় সেই সব জায়গায় বাহিনীকে পাঠানো যায়নি বলে বিএসএফের ডিআইজি অভিযোগ করেছেন।

১০ জুলাই রাষ্ট্রপতি ভবনে শুরু হচ্ছে পরিদর্শক সম্মেলন

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই (হি.স.): রাষ্ট্রপতি ভবনে আগামীকাল দু'দিনের পরিদর্শক সম্মেলন ২০২৩ শুরু হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত ১৬২-টি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শক। তিনি আগামীকাল এই সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণও দেবেন। উদ্ভাবন, গবেষণা এবং প্রযুক্তি উন্নয়ন বিভাগে ২০২১-এর পরিদর্শক সম্মান প্রদান করবেন তিনি।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানও এই সম্মেলনে ভাষণ দেবেন। আগামী মঙ্গলবার এই সম্মেলনে আলোচনার মূল ভাবনা "স্থায়ী উন্নয়নের জন্য শিক্ষা : উন্নততর বিশ্ব নির্মাণ", আন্তর্জাতিকীকরণে প্রয়াস-জি ২০, গবেষণার অবদান এবং স্বীকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে পাঁচটি বিভিন্ন গোষ্ঠী আলোচনা করবে।

পাটনায় নিত্যানন্দ সকাশে চিরাগ

পাটনায়, ৯ জুলাই (হি.স.): বিহারের রাজধানী পাটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা নিত্যানন্দ রাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন লোক জনশক্তি পার্টির সভাপতি ও সাংসদ চিরাগ পাসওয়ান। রবিবার সকালে আচমকাই নিত্যানন্দ রাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন চিরাগ পাসওয়ান। চিরাগের সঙ্গে সাক্ষাতের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই বলেছেন, আমাদের সাক্ষাৎ সর্বদাই ভালো।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিত্যানন্দ রাই বলেছেন, 'এটা আমাদের পুরনো বাড়ি। আমরা যখনই দেখা করি তখন সেই সর্বদাই ভালো হয়। রামবিলাস পাসওয়ান এবং বিজেপি জনগণের কল্যাণে কাজ করেছে.. প্রধানমন্ত্রী মোদীর

ভারী বৃষ্টিতে হিমাচলে মৃত্যু ৫ জনের

শিমলা, ৯ জুলাই (হি.স.): ভারী ও অবিরাম বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত পাহাড়ি রাজ্য হিমাচল প্রদেশে। বৃষ্টি, ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু রাস্তাঘাট, রবিবার বিকেল পর্য্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। শিমলা জেলার কোটগড় এলাকায় বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের ৩ জন সদস্যের। কুল্লুতে ভূমিধসে অনেক ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেখানে একজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে। শনিবার রাতে আবার চাম্বা জেলায় ভূমিধসে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

বড়সড় ভূমিধসের কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে চন্ডীগড়-মানালি হাইওয়ে। কুল্লু জেলায় অউট-লুহরি হাইওয়ে বন্ধ রয়েছে। শিমলা, মানালি, কুল্লু-সহ হিমাচল প্রদেশের নানা প্রান্ত বৃষ্টিতে বিপর্য্যস্ত। স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়েছে সর্বত্রই। এদিকে, খারাপ আবহাওয়ার কারণে ১০ ও ১১ জুলাই হিমাচল প্রদেশের বন্ধ থাকবে স্কুল ও কলেজ। রবিবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন হিমাচল প্রদেশ সরকার।

শ্রীনগর-জম্মু হাইওয়ে অবরুদ্ধই, বিপদ সীমার ওপর দিয়ে বইছে ঝিলমের জলস্তর

শ্রীনগর, ৯ জুলাই (হি.স.): ভারী বৃষ্টিপাত ও ভূমিধসের কারণে রবিবারও অবরুদ্ধ হয়ে থাকল জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। ভূমিধসের কারণে অবরুদ্ধ মুঘল রোডও। ট্র্যাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক এখনও বন্ধ রয়েছে এবং ভূমিধসের কারণে অবরুদ্ধ মুঘল রোড। আপাতত এই দুই সড়ক এড়িয়ে চলার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, অবিরাম বৃষ্টিপাতের কারণে বিপদ সীমার ওপর দিয়ে বইছে ঝিলমের জলস্তর। মেঘলা আবহাওয়া এবং পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে আরও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার মধ্যেই রবিবার সকালে দক্ষিণ কাশ্মীর এবং শ্রীনগরে ঝিলম নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। আবহাওয়া বিভাগ অবশ্য ১০ জুলাইয়ের পর থেকে আবহাওয়ার উন্নতির পূর্বাভাস দিয়েছে।

প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই দিল্লিতে ভেঙে পড়ল বাড়ি, কমবেশি আহত দু'জন

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই (হি.স.): প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই রাজধানী দিল্লিতে ভেঙে পড়ল একটি বাড়ি। রবিবার সকালে দিল্লির জাখিরা এলাকায় ভেঙে পড়ে একটি বাড়ি। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন দু'জন, তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।প্রবল বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে রাজধানী। রাস্তাঘাট গত শুক্রবার থেকে জলমগ্ন। শনিবার সারা দিন দিল্লিতে টানা বৃষ্টি হয়েছে। মুষলধারে বৃষ্টির কারণে এক দিনেই শহরের ১৫টি বাড়ি ভেঙে পড়েছে। মৃত্যু হয়েছে এক জনের। আর রবিবার আরও একটি বাড়ি ভেঙে পড়ল। পরিসংখ্যান বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দিল্লিতে ১৫৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। ১৯৮২ সালের পর থেকে জুলাই মাসে দিল্লিতে এত বৃষ্টি কখনও হয়নি। ৪০ বছরের নজির ভেঙে গিয়েছে রাজধানীতে। রবিবার বৃষ্টিতে বিপর্য্যস্ত দিল্লির সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন মন্ত্রী অতিশী। যমুনার জলস্তর বৃদ্ধি পেতে পারে হলে তিনি আশঙ্কা করছেন।

পুঞ্চে হড়পা বানে ভেসে দুই জওয়ানের মৃত্যু

শ্রীনগর, ৯ জুলাই (হি.স.): প্রবল বৃষ্টির জেরে হড়পা বানে ভেসে গেলেন দুই সেনা জওয়ান। শনিবার ভেসে যাওয়া ওই দুই জওয়ানের দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছিল জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চে।

পুলিশ সূত্রে খবর, সুরানকোটের কাছে ডোগরা নালা পার হচ্ছিলেন ওই দুই জওয়ান। তখন আচমকাই হড়পা বান আসে ওই নালায়। দ্রুত সরে যেতে না পারায় জলের তোড়ে ভেসে যান দু'জনেই। দুই জওয়ানের কোনও হদিস না পেয়ে খোঁজ শুরু হয়। বেশ কিছু ক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ঘটনাস্থল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে নায়েব সুবেদার কুলদীপ সিংয়ের দেহ উদ্ধার হয়।শনিবার রাতে এক জওয়ানের দেহ উদ্ধার হলেও, আর এক জনের কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। রবিবার সকালেও ওই জওয়ানের খোঁজে তল্লাশি চালানো হয়। সেই সময় তাঁর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। গত কয়েক দিন ধরে জম্মু-কাশ্মীরের নানা প্রান্তে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। কোথাও হড় পা বান এসেছে, কোথাও ধস নেমেছে। কোথাও আবার সড়ক, সেতু ভেসে গিয়েছে। ডোডা জেলায় থাথরি-গুন্ডো সড়কে যাত্রিবাহী বাসের উপর ধস নেমে আসে। এই ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে বেশ কয়েক জন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

যক্ষ্মা কেবল ফুসফুসেই হয় না

যক্ষ্মা কেবল ফুসফুসেই হয় না, দেহের যে কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই হতে পারে। আর ফুসফুসের বাইরে লসিকা গ্রন্থির যক্ষ্মা বা টিবি লিম্ফোনাইটিস সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। আমাদের দেশে লসিকা গ্রন্থির যক্ষ্মা সাধারণ একটি সমস্যা। যক্ষ্মা কেবল ফুসফুসেই হয় না, দেহের যে কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই হতে পারে। আর ফুসফুসের লসিকা গ্রন্থির যক্ষ্মা বা টিবি সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে।আমাদের দেশে লসিকা গ্রন্থির যক্ষ্মা সাধারণ একটি সমস্যা।

লসিকা গ্রন্থির যক্ষ্মা কিভাবে আক্রান্ত হয় লসিকা?

আমাদের সারা দেহে ছড়িয়ে রয়েছে জালের মতো অতি সূক্ষ্ম লসিকা নালি ও বিভিন্ন স্থানে কিছু লসিকা গ্রন্থি বা নোড। এই নিয়ে গঠিত লসিকা ব্যবস্থা। এর প্রধান কাজ রোগপ্রতিরোধে সহায়তা করা, রক্তের চর্বি, বহন করা ইত্যাদি যক্ষ্মার জীবাণু এই লসিকা ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে গ্রন্থিতে বাসা বাঁধে। ফলে লসিকা গ্রন্থিগুলো জায়গায় জায়গায় ফুলে উঠে। যেমন— গলার সামনে দুদিকে বা বগলে, কুঁচকির দুই পাশে। কখনো বুক বা পেটের ভেতরকার গ্রন্থিও আক্রান্ত হয়। ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সী ব্যক্তিদের মধ্যে এই রোগের ঝুঁকি বেশি। এছাড়া ঘন জনবসতি বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস , যক্ষ্মা রোগীর সংস্পর্শ, কোনো কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, এইচআইভি সংক্রমণ ইত্যাদি এর ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

কিভাবে বুঝবেন—

দেহের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে গলার দুদিকে গ্রন্থি বা লিম্ফনোড ফুলে উঠা ও ধীরে ধীরে বড় হতে থাকা এই রোগের প্রধান লক্ষণ। এ ছাড়া সঙ্গে জ্বর, অরুচি, স্বাস্থ্য, ভেঙ্গে যাওয়া, ইত্যাদি উপসর্গও থাকতে পারে। প্রথমদিকে ফোলা গ্রন্থিগুলো ব্যথাহীন থাকে— একে তখন কোল্ড অ্যাবসেস বলা হয়। ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে এই কোল্ড অ্যাবসেস ফেটে যায় এবং ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে। বুক বা পেটের ভেতরকার গ্রন্থি ফুলে গেলে অবশ্য তা বাইরে থেকে অনুভব করা যায় না, সে ক্ষেত্রে অন্য কোনো উপসর্গ দেখা দেয়। রোগ নিরূপণের জন্য সাধারণ রক্ত পরীক্ষার পাশাপাশি আক্রান্ত গ্রন্থি থেকে সুচের মাধ্যমে কোষকলা নিয়ে এফএনএসি পরীক্ষা বা সম্পূর্ণ গ্রন্থি কেটে নিয়ে বায়োপসি পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। এ যক্ষ্মায় বুকের এক্সরে একেবারে স্বাভাবিক থাকতে পারে।

চিকিৎসা রয়েছে— যে কোনো যক্ষ্মারই সফল চিকিৎসা সম্ভব। টিস্যু বায়োপসি বা এফএনএসি পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়ার পর যক্ষ্মার দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা শুরু করতে হবে। সাধারণত ছয় মাস বা নয় মাস ওষুধ খেতে হয়। অবশ্যই নিয়মিত প্রতিদিন প্রতিটি ওষুধ সেবন করে পূর্ণ মেয়াদ শেষ করতে হবে নয়তো পরবর্তী সময়ে ওষুধ অকার্যকারিতায় যক্ষ্মায় আক্রান্ত হতে পারেন। প্রথম দিকে চিকিৎসা শুরু হওয়ার পর আক্রান্ত গ্রন্থি হঠাৎ আরেকটু বড় হয়ে যেতে পারে বা নতুন করে কোনো গ্রন্থি ফুলে যেতে পারে— এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

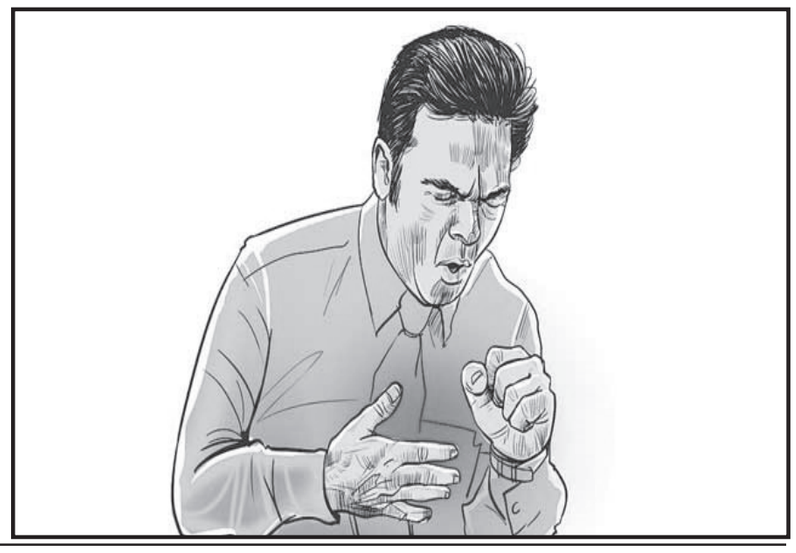

এইচ আই ভি কিভাবে সংক্রামিত

সংক্রমণের মূল পথ তিনটি-ঃ যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে ঃ একজন সংক্রামিত ব্যক্তি (তার রোগ লক্ষণ বা আপাতসুস্থতা যাই থাকুন না কেন? আর যৌনসঙ্গীর মধ্যে এই ভাইরাস সংক্রমণ ঘটাতে পারে। সঙ্গম যোনি, পায়ু বা মুখ গহ্বর যার মাধ্যমেই হোক না কেন। পুরুষ থেকে স্ত্রীতে, স্ত্রী থেকে পুরুষে এবং পুরুষ থেকে পুরুষে সংক্রমণ ঘটতে পারে। যদি যৌনদ্বার, লিঙ্গ বা মুখে ক্ষত থাকে তাহলে সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি। সংক্রামিত পুরুষের বীর্য যদি কৃত্রিম উপরে অন্য নারীতে নিষিক্ত করা হয় সেক্ষেত্রেও এইচআইভি-র সংক্রমণ ঘটতে পারে।

* সংক্রামিত ব্যক্তির রক্ত, রক্তজাত পদার্থ বা অসংস্থাপণের মাধ্যমে ঃ এখানে সংক্রমণের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি—প্রায় ৯০ শতাংশ।

(ক) যদি সংক্রামিত ব্যক্তির রক্ত অন্য কোনো লোককে দেওয়া হয়, তাহলে যাঁকে রক্ত দেওয়া হলো তাঁর মধ্যে সংক্রমণ ঘটবে। সে কারণেই রক্ত দেবার আগে পরীক্ষা মারফত সব সময়ে জেনে দেওয়া দরকার যে এই রক্তে এইচআইভি আছে কিনা।

(খ) সংক্রামিত ব্যক্তির রক্তজাত পদার্থ যেমন রক্তরস, অনুচক্রিকা, অ্যালবুমিন, হিমোফিলিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত রক্তের কতকগুলো তঞ্চন উপাদান ইত্যাদির মাধ্যমে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে। এ ব্যাপারেও সতর্ক থাকা দরকার।

(গ) ইনজেকশনের সূঁচ বা সিরিঞ্জের মাধ্যমেও সংক্রমণ ঘটতে পারে। যদি কোনো সংক্রামিত ব্যক্তিকে ইনজেকশন দেওয়ার পর সূঁচ বা সিরিঞ্জ পরিশোধন না করা হয় তা হলে তার মাধ্যমে অন্য ব্যক্তি সংক্রামিত হতে পারে। এটা বেশিহয় যারা শিরার মধ্যে মাদক দিয়ে নেশাকরে আর সাধারণত একটি সূঁচ সিরিঞ্জই এদের অনেকে ব্যবহার করে। হাসপাতাল, নার্সিংহোম, ডিসপেনসারি, ল্যাবরেটরি যদি অপরিশোধিত সূঁচ সিরিঞ্জ ব্যবহার করা হয় তাহলে তার থেকে সংক্রমণ ঘটতে পারে।

(ঘ) কোনো স্বাস্থ্যকর্মী বা ল্যাবরেটরি কর্মীর যদি চর্মরোগ থাকে বা চামড়ার ছাল উঠে থাকে আর তার ওপর যদি সংক্রামিত ব্যক্তির দীর্ঘ যোনিরস বা দেহ, নিঃসৃত রস লাগে তাহলেও সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। (ঙ) সংক্রামিত ব্যক্তির দেহ থেকে যদি কোনো অঙ্গ যেমন বৃক্ক (কিডনি), হৃদপিণ্ড বা মজ্জা ইত্যাদি অন্য লোকের শরীরে সংস্থাপন করা হয় তার মাধ্যমে সংক্রমণের সম্ভাবনা খুবই বেশি। তাই অঙ্গ সংস্থাপনের আগে দাতার রক্তে এইচআইভি আছে কিনা দেখে নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। চোখের অচ্ছোদ পটল (কর্ণিয়া) সংস্থাপনের ফলে ভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছে বলে আজ পর্যন্ত জানা যায়নি।

(চ) চিকিৎসার জন্য ছাড়া আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে যেখানে সূঁচ ব্যবহার করা হয় যেমন শরীরে উল্কি আঁকা , নাক বা কান বেঁধানো (আজকাল এরজন্য অনেক দোকান হয়েছে) আকুপাংচার ইত্যাদির ক্ষেত্রেও যদি সূঁচ পরিশোধন না করা হয় তো ভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ধর্মীয় কারণে লিঙ্গ বা ত্বকচ্ছেদ বা সুন্নত করাতেও একই আশঙ্কা রয়েছে।

(ছ) অনেক ধর্মস্থানে দলে দলে মাথা কামানোর প্রথা আছে। এখানেও ভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে যদি আগে কোনও সংক্রামিত ব্যক্তির মাথা কামানো হয়ে থাকে। এইসব স্থানে ক্ষুরগুলি পরিষ্কার করা হয় না, একের পর এক মাথা কামানো হয়। তাই সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। দক্ষিণ ভারতের এক বিখ্যাত ধর্ম স্থানে গণিকাদের বড় অংশের হয়ে যে যারা এইসব স্থানে সফর করে তাদের মধ্যে অনেকেই গণিকালয়েও যাতায়াত করে। সেলুন বা নাপিতের কাছে একইক্ষুরে দাড়ি কামানোর ক্ষেত্রেও সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। কে যে সংক্রামিত তা নাপিত বা অন্যান্য খরিদ্দারদের জানা সম্ভব নয়। তাই সবসময়েই একবার চুল বা দাড়ি কামানোর পরে ক্ষুর পরিশোধনের ওপর জোর দিতে হবে।

* সংক্রামিত মায়ের থেকে শিশুর মধ্যে ঃ এই সংক্রমণ ঘটতে পারে গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে বা প্রসবের পরে বুকের দুধের মাধ্যমে। যেসব মায়েদের এইসব রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়নি (অর্থাৎ যাঁরা কেবল ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হয়েছেন) তাঁদের থেকে সংক্রমণের হার প্রায় ২৫ শতাংশ-৩০ শতাংশ। কিন্তু যদি রোগলক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে সংক্রমণের হার অনেক অনেক গুণ বেড়ে যায়। প্রসব দ্বারে যদি ক্ষত থাকে তাহলে প্রসবকালে নবজাতকের মধ্যে সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেক বেশি। বুকের দুধের মাধ্যমে সংক্রমণের হার কম বিশেষ করে যদি মায়ের রোগলক্ষণ না থাকে। কিন্তু সন্তান জন্মের পরে যদি মা সংক্রামিত হন তো বুকের দুধে ভাইরাসের সংখ্যা বেড়ে যায়। (কারণ সংক্রমণের প্রথম কয়েক সপ্তাহ রক্তে ভাইরাসের সংখ্যা বেশি থাকে) আর শিশুর সংক্রমণের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। একটা কথা এখানে জোর দিয়ে বলা দরকার। এইডস সংক্রামিত রোগ কিন্তু ছোঁয়াচে নয়। (যেমন বসন্ত, হাম ইত্যাদি রোগ ছোঁয়াচে)। তাই এইচআইভি সংক্রামিত ব্যক্তির সঙ্গে সামাজিক মেলামেশার কোনো বাধা নেই। একসঙ্গে ওঠা বসা, কাজ করা, স্নান, খেলাধূলা, খাওয়া-দাওয়া বা একই জিনিসপত্র ব্যবহার, একই ঘরে শয়ন করলে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে না। শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমেও সংক্রমণ হয় না। তাই সংক্রামিত ব্যক্তিকে আচ্ছুত বলে পরিহার করার কোনও যুক্তি নেই। কীভাবে এইচআইভি শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে ঃ মানুষের শরীরে প্রকৃতিদত্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে যা তাকে পরিবেশের ক্ষতিকর জীবাণু ও অন্যান্য অনিষ্টকর বস্তু থেকে রক্ষা করে আমাদের দেহের কোষগুলি অত্যন্ত ছুঁৎমার্গী---গোত্র,বর্ণ গণ সব মিলিয়ে দেখে। কোনো বিপরীত বস্তুকে সহ্য করতে পারে না। তেমন কোনো বস্তুর শরীরে অনুপ্রবেশ ঘটালেই তার প্রহরী দল রে রে করে তেড়ে গিয়ে হয় তাদের মেরে ফেলে, নয় অকেজো করে দেয় আর সব শেষে শরীর থেকে দূর করে দেয়। এইভাবেই মানুষের দেহ নিজেকে রক্ষা করে। এই রক্ষা কাজে নিয়োজিত প্রহরী বাহিনীই গড়ে তোলে প্রতিরোধ ব্যবস্থা। প্রতিরোধ যখন স্তিমিত না পর্যুদস্ত হয় তখনই দেখা দেয় রোগ। অনেক ওষুধ (যেমন স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ, ক্যান্সারের অনেক ওষুধ ইত্যাদি), এই ক্ষমতাকে পঙ্গু করে দেয়। আবার অঙ্গ সংস্থাপনের সময় বিশেষ করে ওষুধ দিয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নিস্তেজ করে রাখা হয় যাতে শরীর সংস্থাপিতঅঙ্গকেত্যাগকরতেনাপারে।

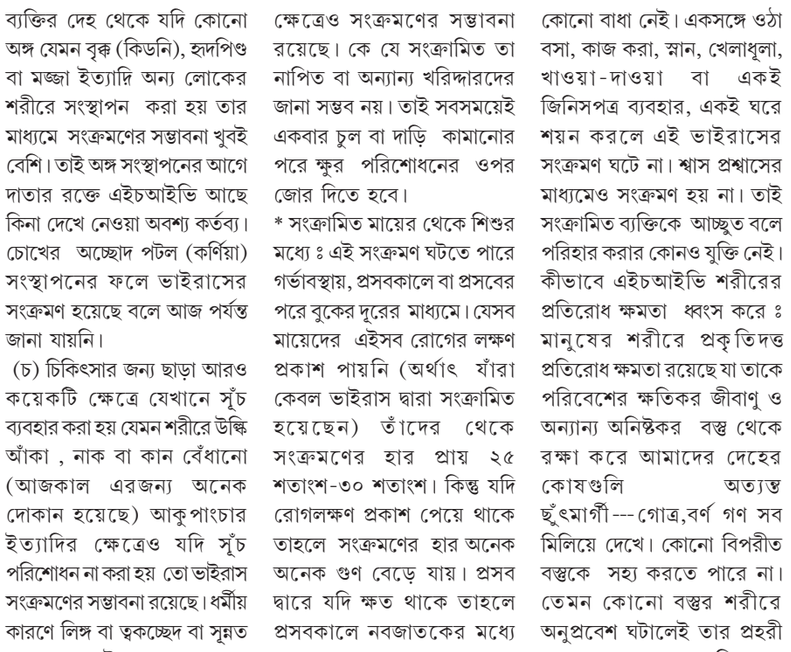

শীতে বানানো আচার বর্ষায় ভাল রাখবেন কী করে?

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি আর ঠান্ডা হাওয়া মাখা সন্ধেবেলায় চায়ের সঙ্গে যদি মুড়ি, চানাচুর মাখা থাকে, তাহলে সমস্ত মনখারাপ কেটে যাতে বাধ্য। বর্ষার এমন উদ্যাপন আরও খানিক উস্কে দিতে পারে আচার। টক-ঝাল-মিষ্টি আচার দিয়ে মুড়ি মাখলে জমে যাবে। পরোটা সঙ্গে হোক কিংবা শেষ পাতে অনেকেরই আচার ছাড়া চলে না। তবে বর্ষায় আচার ভাল রাখা কিন্তু সহজ নয়। সঠিক যত্ন না নিলে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় ছত্রাক ধরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কী ভাবে যত্ন নিলে বর্ষাতেও ভাল রাখা যাবে আচার?

বর্ষায় আচারের বয়ামটিকে মাঝেমাঝে রোদে দিন। ছবি: সংগৃহীত।

১) বর্ষায় আচার ভর্তি বয়ামের ঢাকনাটা মাঝেমাঝেই খুলে রোদে দিন। বর্ষার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় আচার সারা ক্ষণ বয়ামবন্দি করে রাখলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আচার খারাপও হয়ে যেতে পারে। অবশ্য এই মরসুমে রোদের দেখা পাওয়া মুশকিল। তবে যখনই রোদ উঠবে মনে করে আচারের বয়ামটি বারান্দায় রাখতে ভুলবেন না।

২) আচার ভাল রাখার জন্য আচারে বেশি করে তেল ব্যবহার করুন। আচারের উপর তেলের আস্তরণ যেন থাকে। তেল আচারে বাতাস ঢুকতে বাধা দেয়। এতে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাক্টেরিয়া টিকতে পারে না।

৩) আচার ভাল রাখতে ব্যবহার করতে পারেন ভিনিগার। তবে পরিমাণমতো নুনও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই দু'টিই আচারের স্বাদ এবং গন্ধ নষ্ট হতে দেয় না। নুন হোক কিংবা ভিনিগার অল্প পরিমাণে আচারের উপর ছড়িয়ে দিলে ভাল থাকবে দীর্ঘ দিন।

৪) আচার কি প্লাস্টিকের পাত্রে রেখেছেন? তা হলে এখনই বদলে কাচের বয়ামে রাখুন আচার। প্লাস্টিকের পাত্রে রাখলে বর্ষাতে আচার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কাচের পাত্রে ঢেলে রাখার আগে বয়ামটি ভাল করে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিন।

৫) আচারের কৌটো ফ্রিজে রাখতে পারেন। তবে খাওয়ার সময় বার করলেও বেশি ক্ষণ বাইরে ফেলে রাখবেন না। তাতে আবার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়ায় রাখলে নানা ব্যাক্টিরিয়া বাসা বাঁধতে পারে।

নারীর চোখে পুরুষের সৌন্দর্য চর্চা

দাড়ি কাটা আর চুল আঁচড়ানো ছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও দরকার। বেশিরভাগ পুরুষই সৌন্দর্য চর্চায় তেমন কোনো মনোযোগ দেয় না। খুব বেশি হলে মুখ সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা, দাড়ি কাটা আর ঘর থেকে বের হওয়ার আগে কেউ কেউ চুলে ক্রিম বা জেল ব্যবহার করেন। তারপরেও কিছুব্যাপার থাকে যা হয়ত খেয়াল করা হয় না।

আর এই বিষয় নিয়েই একটি লাইফস্টাইলবিষয়ক ওয়েবসাইট অনলাইন জরিপ চালায়। তারা নারীদের কাছে প্রশ্ন রাখেন স্বামী, বাবা, বন্ধু বা ছেলে সন্তানের কাছে সৌন্দর্যের বিষয়ে দৈনিক কী কী বিষয় আশা করেন তারা? অবাক করার মতো না হলেও বেশিরভাগ নারীই ছেলেদের ত্বকের যত্ন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার কথা বলেছেন। জরিপের ভিত্তিতেই পুরুষের সৌন্দর্যচর্চার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়।

নাক ও কানের বাড়তি চুল কাটা-অনেকেরই নাক ও কানের চুল বড় হয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকে, যা বেশ অস্বস্তিকর। পাশাপাশি এতে ব্যক্তিত্ব যেমন নষ্ট হয় তেমনি কারও সঙ্গে কথা বলার সময় পড়তে পারেন বিব্রতকর অবস্থায়। তাই নাক ও কানের বাড়তি চুলগুলো কেটে ফেলা উচিত। নিয়মিত কান পরিষ্কার করার অভ্যাস গড়ে তোলাও জরুরি।

যেসব পুরুষের চোখের ভ্রু অনেক ঘন এবং ছোট-বড় চুল গজায় তাদের ভ্রু ছোট করার প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। ভ্রু ঘন হলে চেহারার একটা রাগিভাব আসতে পারে, যা আপনার প্রতি অন্যদের ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে। এজন্য চুল কাটার সময় ভ্রু ছোট করে ছেটে নিতে পারেন।

এক্সফলিয়েট-ছেলেদের মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য তেমন একটা যত্নের প্রয়োজন হয় না। তবে ধুলাময়লা আর মরা চামড়ার জমে ত্বক দেখতে মলিন লাগতে পারে। তাই মুখ পরিষ্কারের ক্ষেত্রে অনন্ত ভালোমানে ফেইসওয়াশ ব্যবহার করার পাশাপাশি টুকটাক ত্বকচর্চা করা যেতেই পারে। এতে দেখতেও সতেজ লাগবে।

নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ও সানস্ক্রিন ব্যবহার করা

সুরক্ষার জন্য ত্বকের ধরন অনুযায়ী এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন ও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করে সহজেই ত্বক আর্দ রাখা যায়।

চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা

জরিপে অংশ নেওয়া এক নারী মন্তব্য করেন, "তারা (ছেলেরা) বোঝে না এটা কত দরকারি। যখন বোঝে তখন মেয়েদেরটা ব্যবহার করে। যেমন আমার স্বামী।" আসলে ধুলাবালি ও রোদ বা বয়সের কারণে চোখের নিচে কালি পড়তেই পারে। আর এর থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা যেতেই পারে।

নখ ও পায়ের যত্ন

নখ বড় থাকা শরীরের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি ব্যক্তিত্বও হানী করে। এজন্য হাত ও পায়ের নখ ছোট রাখার অভ্যাস গড়তে হবে। বাইরে থেকে এসে হাত-পা-মুখ ধুয়ে মুছে লোশন ব্যবহার করা উচিত। সেই সঙ্গে সপ্তাহে একবার স্ক্রাবিং করা যেতেই পারে।

ব্যস্ততম জীবনে আধঘন্টা শরীরচর্চা

কেড়ে নিচ্ছে সুখ শান্তি। বাড়ছে মনের অসুখ, দেহের স্থূলতা। কিন্তু সবকিছু সেরেও দিনে অন্তত আধঘন্টা সময় খোলা মাঠে শরীরচর্চা একান্ত জরুরি। সবার জন্য।

অনেকেই মনে করেন রাত থাকতে থাকতে প্রাতঃভ্রমণ খুবই ভালো। এটা একদম ঠিক কথা নয়। প্রকৃতিরও বিশ্রামের প্রয়োজন। তখন বাতাসে অক্সিজেনের বদলে কার্বন ডাই অক্সাইড ভাগই বেশি থাকে। সূর্য উদয়ের পর সাতটা পযন্ত আদর্শ সময়। শরীরে ভিটামিন ডি দরকার। তাই এই সময়টাই আদর্শ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাব বেশি ক্ষতি করে। নিয়মিত কিছু ব্যায়াম করা অবশ্যই দরকার। তবে পদ্ধতি এবং ভঙ্গিমা ঠিক না থাকলে হিতে বিপরীত হতে পারে। একজন পুরুষের তুলনায় মহিলাদের দেহের গঠন অনুযায়ী পেশি অনেক নমনীয়। তাই তাদের চোট আঘাতও অনেক সময় বেশি ভোগায়। সময়ে কোমরে চো পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই এটা না করে, হাঁটু দুটো ভাঁজ করা যা তুলবেন তার কাছাকাছি শরীরা নিয়ে যান এবং তুলুন। এভাবে কিন্তু আমরা চোট আঘাত এড়াতে পারি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অনেকেই হাতের নিচে মাথা রেখে পাশ ফিরে শুয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা টিভি দেখেন। যার ফলে ঘাড়ে এবং স্পাইনালে ইনজুরি হতে পারে। সব সময়ে চেষ্টা করুন একটু উঁচু জায়গায় বসে টিভি দেখতে। এবং এই সময়ে হাত, পা এবং ঘাড়ের ব্যায়াম সেরে নিন। হাত সোজা করে উফরে তুলে রাখুন ৬ সেকেন্ড। বার বার চারেক করলেই যথেষ্ট। এবার হাত দুটো দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে ৬ সেকেন্ড রাখুন। বার চারেক করলে আপনার হাত টোনড হবে পেশিও দৃঢ় হবে। বসে থাকার ফলে পায়ের পেশিতে রক্ত সঞ্চালন কম হয়। শরীরে ভিটামিন ডি দরকার। তাই এই সময়টাই আদর্শ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাব বেশি ক্ষতি করে। নিয়মিত কিছু ব্যায়াম করা অবশ্যই দরকার। তবে পদ্ধতি এবং ভঙ্গিমা ঠিক না থাকলে হিতে বিপরীত হতে পারে। একজন পুরুষের তুলনায় মহিলাদের দেহের গঠন অনুযায়ী পেশি অনেক নমনীয়। তাই তাদের চোট আঘাতও অনেক সময় বেশি ভোগায়। সময়ে কোমরে চো পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই এটা না করে, হাঁটু দুটো ভাঁজ করা যা তুলবেন তার কাছাকাছি শরীরা নিয়ে যান এবং তুলুন। তাই পা ভাঁজ করে বুকের কাছাকাছি হাঁটু নিয়ে আসুন। দু পা মিলিয়ে ১০ বার অনুশীলন যথেষ্ট। আপনার তেমন পরিশ্রম হবে না অথচ শরীরে রক্ত চলাচল ঠিক থাকবে। এটা শুধু বাড়িতেই নয় অফিসেও করতে পারেন। একভাবে কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ঘাড়ের এবং হাত পায়ের ব্যায়াম করলে আপনার শরীরে অক্সিজেনের জোগান ঠিক থাকবে। আপনি নিজেও ঝরঝরেও অনুভব করবেন। প্রতিটি মানুষকে অন্তত আধঘন্টা নিয়মিত শরীরর্চ্চা করতেই হবে। অনেকেই মনে করেন হাঁটলে শরীর ভালো থাকে। হাঁটা খুব ভালো। সে কথা অনস্বীকার্য। তাই বলে শুধু হাঁটলেই চলবে না। সঙ্গে অন্যান্য ব্যায়ামও করতে হবে। মোটামুটি শরীরর্চ্চাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়--- কার্ডিয়াক, জয়েন্ট, মাসল, ব্রিদিং।

শরীরের সঙ্গে মনের একটা নিবিড় সম্পর্ক। দুটোকেই সুস্থ রাখা জরুরি। বর্তমানে ৮০ শতাংশ মানুষ পরিস্থিতির চাপে পড়ে হতাশা, অবসাদে ভুগছেন, তাদের জন্য ব্যায়াম তো অব্যর্থ। কমপক্ষে সাতদিন আধঘন্টা খোলা মনে শরীর চর্চার সময়ে মনটাএকদম মুক্ত রাখতে হবে। কোনোরকম আজেবাজে চিন্তা করা চলবে না। সব সময় বি পজেটিভ । ব্যায়ামের পাশাপাশি জোর দিতে হবে সুষম খাদ্যের ওপর। প্রচুর ভাজাভুজি, জাঙ্ক ফুড খেয়ে ব্যায়াম করলে কোনো ফলই মিলবে না। পরিমিত আহার।

প্রচুর পরিমাণে জল এবং ফল খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। প্রতিদিন তিনঘন্টা ব্যায়াম করলে পরে অনিষ্ট চিন্তা করলে কিন্তু কোনো কাজই হবে না। উপরন্তু শরীর ও মনের ওপর অসম্ভব চাপ তৈরি হবে। অনেকেই অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে মদ, সিগারেট আসক্ত হয়ে পড়েছেন। তাই বলি মনটাকে শক্ত করতে হবে। সময়ে খাওয়া এবং ঘুম একজন মানুষের একান্ত দরকার।

প্রধানমন্ত্রী রাজস্থানের বিকানেরে ২৪,৩০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের দেশের উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উৎসর্গ

নয়াদিল্লী, ৯ জুলাই ২০২৩: প্রধানমন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদি আজ রাজস্থানের বিকানেরে ২৪,৩০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের দেশ উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উৎসর্গ করেছেন। প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে প্রায় ১১,১২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে অমৃতসর - জামনগর অর্থনৈতিক করিডোরের ছয় লেনের গ্রীনফিল্ড এক্সপ্রেসওয়ে অংশের উৎসর্গ, প্রায় ১০,৯৫০ কোটি টাকা মূল্যের গ্রীন এনার্জি করিডোরের জন্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় ট্রান্সমিশন লাইনের প্রথম ধাপ। প্রায় ১,৩৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে পাওয়ার গ্রিড দ্বারা ভিওয়াদি ট্রান্সমিশন লাইন এবং বিকানেরে একটি নতুন ৩০ শয্যা বিশিষ্ট কর্মচারী রাজ্য বীমা কর্পোরেশন (ক্সছজ্জঙ্খ) হাসপাতাল তৈরি করা হবে। প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিকানের রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ চুরু-রতনগড় সেকশন রেললাইন দ্বিগুণ করে। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী যোদ্ধাদের ভূমিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং মন্তব্য করেন যে রাষ্ট্রের উন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ জনগণ সর্বদা একটি সুযোগ উপস্থাপন করে যে তিনি নিজেকে জাতির জন্য উন্নয়ন প্রকল্পগুলি উৎসর্গ করার জন্য উপলব্ধ করেন। ২৪,০০০ কোটিরও বেশিমূল্যের আজকের প্রকল্পগুলির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে রাজস্থান কয়েক মাসের মধ্যে দুটি আধুনিক ছয় লেনের এক্সপ্রেসওয়ে পেয়েছে। ফেব্র‌ুয়ারিতে দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেস করিডোরের দিল্লি-দৌসা-লালসোট অংশের উদ্বোধনের কথা স্মরণ করে, প্রধানমন্ত্রী আজ অমৃতসব - জামনগব এক্সপ্রেসওয়ের ৫০০ কিলোমিটার ছয়-লেনের গ্রিনফিল্ড এক্সপ্রেসওয়ে অংশের উদ্বোধন করার সুযোগ পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।ভ্ডুত্ম্ভদ্রণ্ঠ; একভাবে, রাজস্থান জাতীয় সড়কের ক্ষেত্রে ডাবল সেঞ্চুরি করেছেভ্ডুত্ম্ভদ্রণ্ঠ;, তিনি যোগ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী গ্রিন এনার্জিক রিডোর এবং এমপ্লয়িজ স্টেট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন (ক্সছজ্জঙ্খ) হাসপাতালের জন্য বিকানের এবং রাজস্থানের জনগণকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজস্থান সবসময়ই সামর্থ্য ও সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। প্রবৃদ্ধির এই সম্ভাবনার কারণেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে রেকর্ড বিনিয়োগ হচ্ছে। শিল্প উন্নয়নের অফুরন্ত সম্ভাবনা থাকায়

সংযোগকে হাইটেক করা হচ্ছে। দ্রুতগতির এক্সপ্রেসওয়ে এবং রেলপথগুলি পর্যটনের সুযোগগুলিকে বাড়িয়ে দেবে যা রাজ্যের যুবকদের উপকৃত করবে, তিনি বলেছিলেন। আজ উদ্বোধন করা গ্রীন ফিল্ড এক্সপ্রেসওয়ের কথা উল্লেখ করে, প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে এটি রাজস্থানকে হরিয়ানা, পাঞ্জাব, গুজরাট এবং জম্মু ও কাশ্মীরের সাথে সংযুক্ত করবে, অন্যদিকে জামনগর এবং কান্ডলার মতো গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সমুদ্রবন্দরগুলিও বিকানের এবং রাজস্থান থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য হয়ে উঠবে। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে বিকানের এবং অমৃতসর এবং যোধপুরের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস পাবে, পাশাপাশি যোধপুর এবং গুজরাটের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস পাবে যা এই অঞ্চলের কৃষক এবং ব্যবসাগুলিকে অনেকাংশে উপকৃত করবে। ভ্ডুত্ম্ভদ্রণ্ঠ;এই গ্রিনফিল্ড এক্সপ্রেসওয়ে সমগ্র পশ্চিম ভারতে অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে শক্তিশালী করবেভ্ডুত্ম্ভদ্রণ্ঠ;, প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে তিনি তেলক্ষেত্রের শোধনাগারগুলির সাথে বর্ধিত সংযোগের কথা তুলে ধরেছেন যা সরবরাহকে শক্তিশালী করবে, যার ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি আসবে। রেললাইন দ্বিগুণ করার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজস্থানে রেলের বৃদ্ধির অগ্রাধিকারের কথা তুলে ধরেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে ২০০৪-২০১৪ এর মধ্যে রাজস্থান রেলের জন্য গড়ে প্রতি বছরে ১০০০ কোটি টাকার কম পেয়েছে যেখানে ২০১৪ এর পরে, রাজ্য প্রতি বছর গড়ে ১০,০০০ কোটি টাকা পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র শিল্প। তিনি বিকানেরের আচার, পাপড়, নোনতা খাবারের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে আরও ভাল সংযোগের মাধ্যমে এই ছোট ব্যবসাগুলি তাদের পণ্যগুলি বিশ্বের প্রতিটি কোণে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। রাজস্থানের উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে, প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ অবহেলিত সীমান্ত গ্রামগুলির জন্য ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেছেন। "আমরা সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোকে দেশের 'প্রথম গ্রাম' ঘোষণা করেছি। এই অঞ্চলগুলিতে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং এই অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করার বিষয়ে দেশের জনগণের মধ্যে নতুন করে আগ্রহ তৈরি করা", তিনি বলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী রাজস্থানের কর্ণি মাতা এবং সালাসার বালাজির আশীর্বাদের কথা বলেছেন এবং বলেছিলেন যে রাজ্যটি উন্নয়নের শীর্ষে থাকা উচিত। তাই ভারত সরকার তার সর্বশক্তি দিয়ে রাজস্থানের বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা রাজস্থানের সমস্ত উন্নয়ন লক্ষ্য পূরণ করবে এই আশা নিয়ে তিনি শেষ করেন। রাজস্থানের রাজ্যপাল, শ্রী কালরাজ মিশ্র, কেন্দ্রীয় সড়ক, পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী শ্রী নিতিন গড়কড়ি, কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রী শ্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী শ্রী

গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এবং কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রী কৈলাশ চৌধুরী প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পটভূমি

প্রধানমন্ত্রী অমৃতসর-জামনগর অর্থনৈতিক করিডরের ছয় লেনের গ্রিনফিল্ড এক্সপ্রেসওয়ে অংশটি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। রাজস্থানে ৫০০ কিলোমিটারেরও বেশি বিস্তৃত, এই অংশটি যা হনুমানগড় জেলার জাখরাওয়ালি গ্রাম থেকে জালোর জেলার খেতলাওয়াস গ্রাম পর্যন্ত চলে প্রায় ১১,১২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত। এই এক্সপ্রেসওয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে ভ্রমণের সময় হ্রাস করবে এবং প্রধান শহর এবং শিল্প করিডোরগুলির মধ্যে সংযোগ উন্নত করবে। এক্সপ্রেসওয়েটি কেবল পণ্যের বিরামহীন পরিবহনকে সহজ করবে না বরং এর পথে পর্যটন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নও বাড়াবে। এই অঞ্চলে বিদ্যুত খাতকে উৎসাহিত করার জন্য, প্রধানমন্ত্রী প্রায় ১০,৯৫০ কোটি টাকা মূল্যের গ্রীন এনার্জি করিডোরের জন্য আন্তঃ-রাজ্য ট্রান্সমিশন লাইনের প্রথম ধাপ উৎসর্গ করেছেন। সবুজ শক্তি করিডোর প্রায় ৬ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিকে একীভূত করবে এবং পশ্চিম অঞ্চলে তাপ উৎপাদন এবং উত্তর অঞ্চলে হাইড্রো জেনারেশনের সাথে নবায়নযোগ্য শক্তির গ্রিড ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে, যার ফলে উত্তর অঞ্চল এবং পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে সঞ্চালন ক্ষমতা জোরদার হবে। প্রধানমন্ত্রী প্রায় ১,৩৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে পাওয়ার গ্রিড দ্বারা বিকাশিত ভিওয়াদি ট্রান্সমিশন লাইন বিকানেরকে উৎসর্গ করেছেন। বিকানের থেকে ভিওয়াড়ি ট্রান্সমিশন লাইন রাজস্থানে ৮.১ গিগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ সরিয়ে নিতে সাহায্য করবে। প্রধানমন্ত্রী বিকানেরে একটি নতুন ৩০ শয্যা বিশিষ্ট কর্মচারী রাজ্য বীমা কর্পোরেশন (ক্সছজ্জঙ্খ)

হাসপাতাল উৎসর্গ করেছেন। হাসপাতালের ধারণক্ষমতা ১০০ শয্যায় আপগ্রেডযোগ্য হবে এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা হিসাবে কাজ করবে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা চাহিদা পূরণ করবে এবং অ্যাক্সেসযোগ্য এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে। আরও, প্রধানমন্ত্রী বিকানের রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিকশিত হওয়া, রেলওয়ে স্টেশনের বিদ্যমান কাঠামোর ঐতিহ্যগত অবস্থা সংরক্ষণ নিশ্চিত করার সাথে সাথে মেঝে এবং ছাদ সহ সমস্ত প্ল্যাটফর্মের সংস্কারের সাথে পুনঃউন্নয়ন কাজ অন্তর্ভুক্ত করবে।

৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ চুরু-রতনগড় অংশের দ্বিগুণ করার ভিত্তিপ্রস্তরও প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা স্থাপন করা হয়েছিল। এই রেল লাইনের দ্বিগুণ সংযোগ বৃদ্ধি করবে এবং বিকানের অঞ্চল থেকে দেশের বাকি অংশে জিপসাম, চুনাপাথর, খাদ্যশস্য এবং সার পণ্য সহজে পরিবহন করবে।

মেটেলির কিলকোট চা বাগানে হাতির হানায় ভাঙল দুটি শ্রমিক আবাস

চালসা, ৯ জুলাই (হি. স.) : মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানের শ্রমিক আবাসে হাতির হানা। শনিবার রাতের কিলকোট চা বাগানের ৫ নম্বর লাইনের হাতির হামলায় গুড়িয়ে গেল দুটি শ্রমিক আবাস। আবাসের দেওয়াল ভেঙে তছনছ করল ঘরের আসবাবপত্র। ঘর থেকে পালিয়ে কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচলেন বাড়ির লোকজন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ সংলগ্ন চাপড়ামারি জঙ্গল থেকে একটি হাতি বের হয়ে আসে ওই এলাকায়। হাতিটি বাগানের ৫ নম্বর লাইনের সুরাজ টোপপো ও জীতনী মাহালির আবাস গুঁড়িয়ে দেয়। ওই সময় পরিবারের লোকজন ঘর থেকে পালিয়ে কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর স্থানীয় বাসিন্দাদের চিৎকারে হাতিটি ফের জঙ্গলে চলে যায়। লাগাতার চা বাগানে হাতির হানা রুখতে বন দফতরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। বন দফতরের তরফে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় কাঁদামাটি স্রোত ও ধসে আটকে পড়ল বাস, প্রাণ হারালেন দু'জন

শ্রীনগর, ৯ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় কাঁদামাটির স্রোত ও ভূমিধসে ধসে আটকে পড়ল একটি বাস। এই ঘটনায় প্রাণ হারালেন দু'জন, এছাড়াও দু'জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, ডোডা জেলার গান্ডোহ মহকুমা গান্ডোহ গাওয়াদি সড়কে একটি যাত্রীবাহী বাস কাঁদামাটির স্রোত ও ভূমিধসের কবলে পড়ে। বাসটি জম্মু যাচ্ছিল।

এই ঘটনায় দু'জন নিহত এবং একজন আহত হয়েছেন। দু'জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত ওই দুই ব্যক্তির নাম নীলি ভালেসার বাসিন্দা মুদাসের হুসেন এবং ধরুত খাড়ার বাসিন্দা আমির সুহেল।

অসময়ের তুষারপাত লাহাউল-স্পিতিতে, বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কুল্লু-সহ হিমাচলের নানা প্রান্ত

শিমলা, ৯ জুলাই (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের নানা জেলা যখন ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত, তখন তুষারপাতের সাক্ষী হল রাজ্যের লাহাউল-স্পিতি জেলা। রবিবার লাহাউল-স্পিতি জেলার লোসার গ্রামে অপ্রত্যাশিত আকস্মিক তুষারপাত হয়েছে। অসময়ের বৃষ্টিতে একটু হলেও খুশি এই জেলার মানুষজন। অন্যদিকে, ভারী ও লাগাতার বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কুল্লু-সহ হিমাচলের নানা প্রান্ত।

কুল্লুতে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে, বিভিন্ন অংশে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। কুল্লুতে বিয়াস নদীতে ভেসে গিয়েছে জাতীয় সড়ক ৩-এর কিছু অংশ। কুল্লু পুলিশ জানিয়েছে, প্রবল বৃষ্টির কারণে কুল্লু ও মানালি থেকে অটল টানেল এবং রোহতাং অভিমুখে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কুল্লু-মানালি সড়কে অনেক জায়গায় পাথর পড়ার কারণে এবং রামশীলার কাছে বিয়াস নদীতে জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত।

জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় কাঁদামাটি স্রোত ও ধসে আটকে পড়ল বাস, প্রাণ হারালেন দু'জন

শ্রীনগর, ৯ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় কাঁদামাটির স্রোত ও ভূমিধসে ধসে আটকে পড়ল একটি বাস। এই ঘটনায় প্রাণ হারালেন দু''''জন, এছাড়াও দু''''জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, ডোডা জেলার গান্ডোহ মহকুমা গান্ডোহ গাওয়াদি সড়কে একটি যাত্রীবাহী বাস কাঁদামাটির স্রোত ও ভূমিধসের কবলে পড়ে। বাসটি জম্মু যাচ্ছিল। এই ঘটনায় দু''''জন নিহত এবং একজন আহত হয়েছেন। দু''''জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত ওই দুই ব্যক্তির নাম নীলি ভালেসার বাসিন্দা মুদাসের হুসেন এবং ধরুত খাড়ার বাসিন্দা আমির সুহেল।

জাতীয় দলের ডিফেন্ডার আনোয়ার আলির সই করলেন সবুজ-মেরুনে

কলকাতা, ৯ জুলাই(হি.স.): ভারতীয় দলের সেরা স্টপার আনোয়ার আলিকে এবার খেলতে দেখা যাবে সবুজ-মেরুনে। দেশের সিনিয়র ফুটবল টিমের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আনোয়ার। দেশের হয়ে অনূর্ধ ১৭ বিশ্বকাপে খেলেছেন। অনূর্ধ ২০ আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে গোল করার নজির রয়েছে আনোয়ারের ঝুলিতে। সদ্য ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপ ও সাফ কাপের সফল স্টপার আনোয়ার আলি। গত জুন মাসে অনিরুদ্ধ থাপাকে ৫ বছরের চুক্তিতে সই করিয়েছে মোহনবাগান। এ বার জাতীয় দলের আরও এক সদস্যকে দলে নিল সবুজ মেরুন। পাঁচ বছরের চুক্তি হয়েছে আনোয়ারের সঙ্গে।

মেটেলির কিলকোট চা বাগানে হাতির হানায় ভাঙল দুটি শ্রমিক আবাস

চালসা, ৯ জুলাই (হি. স.) : মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানের শ্রমিক আবাসে হাতির হানা। শনিবার রাতের কিলকোট চা বাগানের ৫ নম্বর লাইনের হাতির হামলায় গুড়িয়ে গেল দুটি শ্রমিক আবাস। আবাসের দেওয়াল ভেঙে তছনছ করল ঘরের আসবাবপত্র। ঘর থেকে পালিয়ে কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচলেন বাড়ির লোকজন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ সংলগ্ন চাপড়ামারি জঙ্গল থেকে একটি হাতি বের হয়ে আসে ওই এলাকায়। হাতিটি বাগানের ৫ নম্বর লাইনের সুরাজ টোপপো ও জীতনী মাহালির আবাস গুঁড়িয়ে দেয়। ওই সময় পরিবারের লোকজন ঘর থেকে পালিয়ে কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর স্থানীয় বাসিন্দাদের চিৎকারে হাতিটি ফের জঙ্গলে চলে যায়। লাগাতার চা বাগানে হাতির হানা রুখতে বন দফতরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। বন দফতরের তরফে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

মণিপুরে দুষ্কৃতীদের পৃথক পৃথক হামলায় আহত দুই অসামরিক ও একজন স্টেট কমন্ডোর জওয়ান

ইমফল, ৯ জুলাই (হি.স.) : মণিপুরে ফের গুলি হামলা চালিয়েছে সন্দেহভাজন দুষ্কৃতীরা। বিষ্ণুপুর জেলায় সংগঠিত পৃথক পৃথক হামলায় দুই অসামরিক এবং একজন স্টেট কমান্ডোর জওয়ান আহত হয়েছেন। ঘটনাগুলি গত ৬ এবং ৭ জুলাই সংঘটিত সংঘর্ষের জের বলে মনে করা হচ্ছে।

আজ রবিবার প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, শনিবার ভোরে বিষ্ণুপুর জেলার ফৌগাকচাও ইখাই আওয়াং মামাং লেইকাইতে ঘটেছিল প্রথম ঘটনা। সন্দেহভাজন কুকি উগ্রপন্থীদের ছোঁড়া গুলি রাজ্য পুলিশ কমান্ডোর এক জওয়ানের বাঁ পায়ের গোঁড়ালিতে বিদ্ধ হয়েছে। আহত জওয়ানকে ইয়াইরিপোক খোইরম এলাকার ৪৩ বছর বয়সি কামবাম রামেশ্বর বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁকে প্রথমে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দিয়ে স্থানান্তর করা হয় রাজ মেডিসিটিতে।

এদিকে শনিবার সকাল প্রায় ৮:৫০টায় নিজের কৃষিখেতে কাজ করার সময় একজন সাধারণ নাগরিককে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে কুকি জঙ্গি। এ ঘটনা বিষ্ণুপুর জেলার অন্তর্গত মৈরাং থানা থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত ফুবালা মানিং লেইকাই চিংয়া লাউকনে সংঘটিত হয়েছে। সে সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীও সেখানে মোতয়েন ছিল বলে খবর।

আহত ব্যক্তিকে ফুবালা ২ নম্বর ওয়ার্ডের আওয়াং মামাং লেইকাইয়ের ওয়াই কাওবার বছর ৪০-এর ছেলে যুমনাম রঞ্জন বলে পরিচয় পায়া গেছে। গ্রামকে সুরক্ষিত রাখতে ওই অঞ্চলে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। তাই তিনি পাহাড়ের পাদদেশে তাঁর খেতে গিয়ে কৃষিকাজে গিয়েছিলেন।

সূত্রের খবর, কুকি উগ্রপন্থী আচমকা কৃষককে লক্ষ্য করে। সেখানে তখন মোয়াতেন ছিল শিখ রেজিমেন্ট। কিন্তু তারা কুকি উগ্রপন্থীর বদলে কৃষক যুমনাম রঞ্জনের দিকে গুলি চালায়। গুলি তার নিতম্বের নীচে লেগেছে। গুলিবিদ্ধ যুমনাম রঞ্জনকে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতাল থেকে রাজ মেডিসিটিতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

অন্য এক ঘটনায় থাংজিং পাদদেশীয় এলাকায় ১৮ বছর বয়সি মহম্মদ ওয়ারিস খান নামের একজন মর্টারের স্প্লিন্টারে ঘায়েল হয়েছে।

ঘটনাটি থাংজিং পাদদেশীয় এলাকায় সংগঠিত হয়েছে। অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা ওয়ারিস খানের বাড়িতে মর্টার হামলা চালিয়েছিল। আহত খানকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা দিয়ে তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত উত্তর দিনাজপুরে, চাকুলিয়ায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

চাকুলিয়া, ৯ জুলাই (হি. স.) : ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত উত্তর দিনাজপুরে। রবিবার সকাল থেকে চাকুলিয়া থানার রামপুরে রামপুর-চাকুলিয়া রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ। দুটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে তারা রামপুরে ৩১ নং জাতীয় সড়কে অবরোধ করে। একটি সরকারি বাস সহ একাধিক যানবাহন ভাংচুর করে। কার্যত উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন, ভোটের দিন তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বুথ দখল করেছিল। প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত ভোটের দিন উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ায় খুন হন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। মৃত মহম্মদ শাহেনশা বিদ্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী। এলাকার তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরাই এই হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে। যদিও কংগ্রেসের তরফে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন সঠিক তথ্য দেয়নি : বিএসএফ ডিআইজি

কলকাতা, ৯ জুলাই (হি.স.): রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে স্পর্শকাতর এবং অতি স্পর্শকাতর বুথের তালিকা না পাওয়ার কারণেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঠিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। এমনই দাবি বিএসএফ—এর ডিআইজি—র। সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের সাউথ বেঙ্গল ফ্রনটিয়ারের ডি আই জি, সুরজিৎ সিং গুলেরিয়া বলেন, গতকাল পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী ও অন্য ২৫ রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মিলিয়ে ৫৯ হাজার জওয়ানকে মোতায়েন করা হয়েছিল। যেখানে এইসব জওয়ানেরা মোতায়েন ছিলেন সেখানে, মসৃণ ভাবে ভোট গ্রহণ হয়েছে, কারও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু বারবার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে স্পর্শকাতর বুথের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি বলে তার অভিযোগ। স্পর্শ কাতর বুথের তালিকা দিলেও রাজ্য নির্বাচন কমিশন বুথের অবস্থান না জানানোয় সেই সব জায়গায় বাহিনীকে পাঠানো যায়নি বলে বিএসএফের ডিআইজি অভিযোগ করেছেন।

ভোটের রাতে রামপুরহাটে প্রার্থীর স্বামীকে 'কিডন্যাপ', তৃণমূলের পতাকা জ্বালিয়ে বিক্ষোভ জনগণের

বীরভূম, ৯ জুলাই (হি.স.): রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত।বীরভূমের রামপুরহাটে ভোট শেষে সিপিএম প্রার্থীর স্বামীকে অপরহরণ করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এর প্রতিবাদে শনিবার রাত্রিবেলা জাতীয় সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান ওই প্রার্থীর পরিবার ও এলাকার বাসিন্দারা।

অভিযোগ, রামপুরহাট এক নম্বর ব্লকের দখলবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এবার লড়ছেন সিপিএম প্রার্থী জাসমিনারা বেগম। তাঁর স্বামী আফসারুল শেখ ছিলেন বুথ এজেন্ট। অভিযোগ, শনিবার ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে অপরহরণ করেন রামপুরহাটের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ওয়াসিম আলি ভিক্টর ও তাঁর দলের লোকজন। ঘটনার পর থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাম কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন সাধারণ গ্রামবাসীরাও। উত্তেজিত জনতা রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান। পরে পুলিশ এলে তাদের ঘিরেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তৃণমূলের পতাকা। যদিও, গোটা ঘটনাই অস্বীকার করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

এক সিপিএম কর্মী বলেন, "ভোট শেষ হওয়ার পর স্লিপ নেওয়ার জন্য আফসারুল অফিসারদের গাড়িতে ওঠেন। ওই অফিসাররাই বলেছিলেন ওকে গাড়িতে উঠতে। মাঝরাস্তায় গাড়ি আটকে তৃণমূলের গুণ্ডা বাহিনী আমাদের বুথ এজেন্টকে মারধর করে। অপরহণ করে।"

অপর দিকে, আফসারুলের বৌদি জানান, "ওরা অনেক দিন ধরেই অশান্তি করছে। গোটা পাড়ায় হিংসা ছড়াচ্ছে। আজকে আমার দেওরকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। আসলে ভোটে হেরে যাবে ওই কারণে এই সব করছে।"

নওদার নিহত কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে গেলেন অধীর চৌধুরী

বহরমপুর, ৯ জুলাই (হি. স.) : ভোটে হিংসার বলি হওয়া মুর্শিদাবাদের নওদা থানার গঙ্গাধারী এলাকার মৃত কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে গেলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। রবিবার নওদা থানার গঙ্গাধারী এলাকার নিহত কংগ্রেস কর্মী হাজি নিয়াকত শেখের বাড়িতে যান অধীর চৌধুরী। নিহত পরিবারের লোকজন অধীরকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। শনিবার ভোটের দিন ভোট দিতে যাওয়ার পথে বোমা মারা হয় হাজি নিয়াকত শেখকে। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ঘন্টা কয়েক পরে মৃত্যু হয় ওই কংগ্রেস কর্মীর। ওইদিনই হাসপাতালে ওই কংগ্রেস কর্মীকে দেখতে যান অধীর চৌধুরী। রবিবার ওই কংগ্রেস কর্মীর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালেন অধীর, পরিবারকে জানালেন সমবেদনা।

এই বিষয়ে এদিন অধীর চৌধুরী বলেন, এই পরিবারের আরেক সদস্যকে ২০-২২ বছর আগে আমরা হারিয়েছি। একজন নির্বিবাদ মানুষকে চায়ের দোকানে বসে থাকা অবস্থায় মেরে ফেলা হল। নৃশংসভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

ভোটর দিন সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদ। সেখানে হিংসার বলি হয়েছেন পাঁচ জন। তাছাড়া বিভিন্ন জায়গায় বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে। ভরতপুরে ভোট পরবর্তী হিংসারও অভিযোগ উঠেছে। সেখানে বোমাবাজিতে একজন জখম হয়েছেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে কেড়ে নিল প্রাণ, পুঞ্চে হড়পা বানে ভেসে দুই জওয়ানের মৃত্যু

শ্রীনগর, ৯ জুলাই (হি.স.): প্রবল বৃষ্টির জেরে হড়পা বানে ভেসে গেলেন দুই সেনা জওয়ান। শনিবার ভেসে যাওয়া ওই দুই জওয়ানের দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছিল জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চে।

পুলিশ সূত্রে খবর, সুরানকোটের কাছে ডোগরা নালা পার হচ্ছিলেন ওই দুই জওয়ান। তখন আচমকাই হড়পা বান আসে ওই নালায়। দ্রুত সরে যেতে না পারায় জলের তোড়ে ভেসে যান দু'জনেই। দুই জওয়ানের কোনও হদিস না পেয়ে খোঁজ শুরু হয়। বেশ কিছু ক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ঘটনাস্থল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে নায়েব সুবেদার কুলদীপ সিংয়ের দেহ উদ্ধার হয়।

শনিবার রাতে এক জওয়ানের দেহ উদ্ধার হলেও, আর এক জনের কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। রবিবার সকালেও ওই জওয়ানের খোঁজে তল্লাশি চালানো হয়। সেই সময় তাঁর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। গত কয়েক দিন ধরে জম্মু-কাশ্মীরের নানা প্রান্তে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। কোথাও হড়পা বান এসেছে, কোথাও ধস নেমেছে। কোথাও আবার সড়ক, সেতু ভেসে গিয়েছে। ডোডা জেলায় থাথরি-গুন্ডো সড়কে যাত্রিবাহী বাসের উপর ধস নেমে আসে। এই ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে বেশ কয়েক জন।

ভারী বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হিমাচলে; মৃত্যু ৫ জনের, ১০ ও ১১ জুলাই বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিমলা, ৯ জুলাই (হি.স.): ভারী ও অবিরাম বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত পাহাড়ি রাজ্য হিমাচল প্রদেশে। বৃষ্টি, ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু রাস্তাঘাট, রবিবার বিকেল পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। শিমলা জেলার কোটগড় এলাকায় বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের ৩ জন সদস্যের। কুল্লুতে ভূমিধসে অনেক ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেখানে একজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে। শনিবার রাতে আবার চাম্বা জেলায় ভূমিধসে একজনের মৃত্যু হয়েছে।বড়সড় ভূমিধসের কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে চন্ডীগড়-মানালি হাইওয়ে। কুল্লু জেলায় অউট-লুহরি হাইওয়ে বন্ধ

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দিনহাটায় পুনর্নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ বাম-কংগ্রেসের

দিনহাটা, ৯ জুলাই (হি. স.) : পুনর্নির্বাচনের দাবিতে সরব হলেন বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী সহ বাসিন্দারা। রবিবার দিনহাটা হাইস্কুলের ডিসিআরসির সামনে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, শনিবার ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবেশ্বর গ্রামে ৬/৬৮ নম্বর বুথে অশান্তি হয়েছে। তাঁদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। মারধরও করা হয়েছে। এলাকার জোট প্রার্থী মনিরুল আলির অভিযোগ, 'গতকাল আমাদের বুথে ভোট হয়নি। ভোটারদের মারধর করে বের করে দেওয়া হয়েছে। কেউ ভোট দিতে পারেননি।' তাই পুনর্নির্বাচনের দাবিতে এদিন ডিসিআরসির সামনে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরে পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়।

বালুরঘাটে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে গেলেন সুকান্ত মজুমদার

বালুরঘাট, ৯ জুলাই (হি.স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির হয়ে কাজ করায় দলীয় কর্মী বিমান রায়ের বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। রবিবার আক্রান্ত দলীয় কর্মীর বাড়ি গেলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। ওই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি।

গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন বিমান রায় ও তাঁর ছেলে বাপি রায়। তার পর থেকে বিজেপির হয়ে কাজ করেন তাঁরা। অভিযোগ, শনিবার রাতে বিমান রায়ের বাড়িতে হামলা চালায় তৃণমূলের লোকজন। পরিবারের লোকজনকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। আক্রান্ত হন বিমান রায় ও তাঁর ছেলে বাপি। এর আগেও এই পরিবারকে নানাভাবে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তাঁরা হুমকি পাচ্ছেন বলে অভিযোগ বিমান রায়ের।

এদিকে, বিষয়টি জানতে পেরে রবিবার দুপুরে ঘটনাস্থলে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। ওই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। এছাড়াও আক্রান্ত বিজেপিকর্মীর অভিযোগ, এলাকায় তৃণমূলকর্মীদের পাশাপাশি এক সিভিক ভলান্টিয়ার এবং একজন গ্রামীণ পুলিশও এই ঘটনায় জড়িত রয়েছেন। সরকারি চাকরি করার পরও তাঁরা তৃণমূলের মিটিং মিছিলে থাকেন। তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে। এদিন আক্রান্ত বিজেপিকর্মীর বাড়িতে যান স্থানীয় সিপিআইএম নেতা অমিত সরকার। তিনিও আক্রান্তদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

আমডাঙায় তৃণমূলের সঙ্গে সিপিএম-আইএসএফ সংঘর্ষে, আহত ৫

বারাসত, ৯ জুলাই (হি.স.) : পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙায়। ভোটের পরের দিনও ঝড়ল রক্ত। রবিবার তৃণমূল — আইএসএফ সংঘর্ষে মুড়ি মুড়কির মতো বোমা পড়ে আমডাঙার চণ্ডীগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের শশীপুর গ্রামে। এই ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় মোতায়েন হয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী।

শনিবার ভোটগ্রহণে অশান্তির পর রবিবার সকালে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয় আমডাঙার চণ্ডীগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের শশীপুর গ্রামে। তৃণমূলের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে সিপিএম ও আইএসএফ -এর। যার জেরে এলাকায় মুড়ি মুড়কির মতো বোমা পড়ে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার জেরে রবিবার সকাল থেকে থমথমে গোটা গ্রাম। রাস্তাঘাট প্রায় জনমানব শূন্য।

শনিবারও সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূলের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙা। একে অপরের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ করেছিল। রবিবারও জারি রইল সেই উত্তেজনা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর দেখা পাওয়া যায়নি। তাতেই সাহস আরও বেড়েছে দুষ্কৃতীদের। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় টহল দিচ্ছে পুলিশ। তবে গ্রামের ছবি বলছে, তাতে আস্থা নেই স্থানীয়দের।

হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে নির্দল প্রার্থীর ভাইয়ের বাড়িতে আগুন

জগৎবল্লভপুর, ৯ জুলাই (হি.স.) :ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত হাওড়া। জেলার জগৎবল্লভপুরে এক নির্দল প্রার্থীর ভাইয়ের বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পাল্টা ব্যালট বক্স ছিনতাইয়ের অভিযোগ তুলল শাসকদল।

রবিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে জগৎবল্লভপুর। সেখানে এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪১ নম্বর বুথে নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছেন শেখ শফিকুল ইসলাম। ভোটের দিন রাত্রি ১২টা নাগাদ শফিকুলের ভাইয়ের বাড়িতে হামলা চালায় তৃণমূল। অভিযোগ, মহিলাদের গালিগালাজ করার পাশাপাশি প্রাণনাশেরও হুমকি দেওয়া হয়। প্রাণ বাঁচাতে ওই নির্দল প্রার্থীর পরিবার আশ্রয় নেয় জগৎবল্লভপুর থানায়। এতে হল না রেহাই। অভিযোগ, আজ ভোর পাঁচটা নাগাদ ফের শফিকুলের বাড়িতে আসেন তৃণমূলের দলবল। বাড়িতে কাউকে না পেয়ে তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। যার জেরে পুড়ে যায় দু'টি বাইক ও ঘরে থাকা কিছু আসবাবপত্র।

যদিও, গোটা ঘটনাই অস্বীকার করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তাদের দাবি এটা অন্তর্কলহের ফল। তাদের পাল্টা অভিযোগ গতকাল ভোট মিটে গেলে ব্যালট বক্স ছিনতাই করার চেষ্টা চালায় ওই নির্দল প্রার্থী এবং তাঁর অনুগামীরা।

জলপাইগুড়ি পাহাড়পুরে ঝোপ থেকে উদ্ধার ২টি ব্যালট বাক্স, তৃতীয়টির খোঁজে চলছে তল্লাশি

জলপাইগুড়ি, ৯ জুলাই (হি.স.) : জলপাইগুড়ি পা হাড়পুর এলাকায় ঝোপ থেকে উদ্ধার হল ২টি ব্যালট বাক্স। রবিবার ব্যালট বাক্সগুলি উদ্ধার করে কোতয়ালি থানার পুলিশ। গতকাল গভীর রাতে জলপাইগুড়ির পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাকিমপাড়ার একটি বুথ থেকে লুট হয় তিনটি ব্যালট বাক্স। তারমধ্যে দুটি বাক্স এদিন উদ্ধার হলেও তৃতীয় বাক্সের খোঁজ মেলেনি। তৃতীয় বাক্সের খোঁজে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে জলপাইগুড়ি কোতয়ালি থানার পুলিশ।

শনিবার রাতে ভোট গ্রহন শেষ হওয়ার পর ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে জলপাইগুড়ির পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাকিমপাড়ায়। জানা গিয়েছে, গতকাল গভীর রাতে একটি বুথ থেকে ৩টি ব্যালট বাক্স লুঠ করে মুখোশ পরা দুষ্কৃতীরা। পুলিশ ও নির্বাচন কর্মীদের চোখের সামনে থেকে তিনটি ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। কাল রাত থেকেই ব্যালট বাক্স উদ্ধারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় পুলিশ।

রবিবার সকালে স্থানীয় পাটখেতের পাশে ঝোপের ভিতরে একটি ব্যালট বাক্স দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর যায় জলপাইগুড়ি কোতয়ালি থানায়। পুলিশে। পুলিশ এসে তল্লাশি চালিয়ে ঝোপের ভিতর থেকে ২টি ব্যালট বাক্স উদ্ধার করে। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির ব্যালট বাক্স দুটির খোঁজ পাওয়া গেলেও জেলা পরিষদের ব্যালট বাক্সের খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি।এই ঘটনায় এলাকায় ফের ভোটগ্রহণের দাবি জানাতে শুরু করেছেন স্থানীয়রা। তাদের দাবি, ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। শাসক আর পুলিশ হাত মিলিয়ে এই কাজ করেছে। পুলিশ পাহারা থাকলে কী করে দুষ্কৃতীরা ব্যালট বাক্স লুঠ করল সেই প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা।

বাসন্তীতে পুকুর থেকে উদ্ধার দুটি ব্যালট বাক্স

বাসন্তী, ৯ জুলাই (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তীতে পুকুর থেকে উদ্ধার দুটি ব্যালট বাক্স। রবিবার সকালে গ্রামবাসীরা পুকুরে নেমে সেই দুটি ব্যালট বাক্স উদ্ধার করে।

শনিবার সন্ধ্যায় বাসন্তীর জ্যোতিষ্পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪১নং বুথে তৃণমূল এবং আরএসপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ঘটনার জেরে উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হন। এমনকি ওই বুথের ব্যালট বক্স লুঠ করা হয়েছিল। তাঁর মধ্যে একটি ব্যালট বাক্স উদ্ধার করা গেলেও দুটি বাক্স পুকুরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। রবিবার সকালে গ্রামবাসীরা পুকুরে নেমে সেই দুটি ব্যালট বাক্স উদ্ধার করে।

লাগাম ছাড়া হিংসা জারি ছিল ভোটের দিনেও। ভোটের আগের রাত থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল অশান্তি। কোথাও আবার রাত ২টোয় ভোট হয়ে গিয়েছে বলে বুথে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। দিনভর যেমন হিংসা, খুনোখুনি চলছে তেমনই ব্যালট বাক্স নিয়ে রীতিমতো লুকোচুরি খেলা হচ্ছে। কোথাও ব্যালট বাক্স বগলদাবা করে অ্যাথলিটের মতো দৌড়চ্ছেন তৃণমূল কর্মী, কোথাও ব্যালট বাক্স তুলে নিয়ে পুকুরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কোথাও আবার ব্যালট বাক্সে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। জেলায় জেলায় বুথে বুথে রীতিমতো লুঠ চলেছে। ব্যলট পেপার লুঠ করা হয়েছে প্রকাশ্যে। বুথে ঢুকে চলছে দেদার ছাপ্পা ভোট।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

আশঙ্কাজনক

● প্রথম পাতার পর

মহাকুমা হাসপাতালের জরুরীকালীন বিভাগের শুরু হয় ওই যুবকের চিকিৎসা।অন্যদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে, খামতিংবাড়ি এলাকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

দুষ্কৃতিরা

● প্রথম পাতার পর

গিয়ে এই ঘটনার তদন্ত করেন।তবে গাড়ির মালিক আমির হামজার সাথে কথা বলে জানতে পারা যায় তার কারোর সাথে ঝগড়া বিবাদ নেই, কারোকে তার সন্দেহ হয় না।হয়তোবা কোন টেকনিকেল সমস্যার কারণে গাড়িতে আগুন ধরে যেতে পারে।তাছাড়া এই অপকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনের নিকট দাবি রাখে গাড়ির চালক।

এলাকাবাসী

● প্রথম পাতার পর

আজ প্রায় ছয় সাত বছর হবে।বিজেপি ছয় বছরে পা দিয়েছেন। আমের এলাকায় বলতে গেলে উন্নয়েনের ছোঁয়া লাগেনি। আমাদের গুনবান চাকমা পাড়াতে চাই শুধু রাস্তা।

বিরোধী দলনেতা

● প্রথম পাতার পর

আপনারাই তাদের ক্ষমতায় এনেছেন। বাজেটে রাজস্ব খাতের তুলনায়, স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির জন্য মূলধণী খাতে অর্থের সংস্থান কম রাখা হয়েছে। রাজ্যের ৩৫ শতাংশ লোকের বসবাস যেখানে, সেই এ ডি সি-র জন্য বাজেটের মাত্র ২.৭ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ হয়েছে বলে মন্তব্য করে বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, বাজেটে এডিসি-র জন্য ৬৭২ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অথচ, এর থেকে ৫৮০ কোটি টাকা এডিসি-র কর্মচারীদের বেতন ভাতা পেনশন দিতেই খরচ হয়ে যাবে। উন্নয়ন কাজের জন্য বাকী থাকবে মাত্র ৯২ কোটি টাকা। এডিসিতে ২৫ টি দপ্তর রয়েছে। এক কোটি টাকা করে দিলে ২৫ কোটি টাকা লাগবে। এক কিলোমিটার পিছে রাস্তা করতে গেলে এক কোটি টাকা খরচ হয়ে যায়। তাহলে জনগণের উন্নয়ন কি করা করা হবে। অথচ শাসকদল বলছে এডিসি কোন কাজ হচ্ছে না। দুর্নীতি হচ্ছে। তিনি বলেন টাকাই নেই দুর্নীতি হবে কি করে।

৬১১ কোটি টাকা ঘাটতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন ডাবোল ইঞ্জিনের সরকার থাকা সত্ত্বেও ঘাটতি কি করে হয়। এই ঘাটতি মিটিযে কি করে রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব প্রশ্ন তার। রাজ্যে মৎস্য উৎপাদন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন বাংলাদেশ থেকে মাছ না এলে রাজ্যে মাছের কত টাকা আকাল হয় তা সাধারণ মানুষ হারে হারে টের পেয়েছেন। নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে মাছ চাষের জন্য কিন্তু তা কবে হবে এই প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন তিনি। বিদ্যা জ্যোতি প্রকল্প নিয়েও বলেন গরিব মানুষের ছেলেমেয়েরা এই প্রকল্পে কোন স্থান পাবে না। অর্থ দিয়ে পড়তে হবে। আসলে সরকার চাইছে মানুষ থেকে অর্থ আদায় করে সেই টাকা দিয়েই ৪০০ টি বিদ্যা জ্যোতি স্কুল গড়ার। কারণ প্রতিবছর ফি বাড়িয়ে দিচ্ছে স্কুলগুলিতে। তিনি অভিযোগ করেন সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলির পরিষেবা একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। অথচ সরকার বলছে ৬ লাখ ৬ হাজার ৮২ জনকে বিনামূল্যে চাল দিচ্ছে। কিন্তু রেশনে গেলে দেখা যায় আটা নেই চিনি নেই সর্ষের তেল নেই।

এক্ষেত্রেও খাদ্য দপ্তর আরো সজাগ দৃষ্টি গ্রহণ করতে হবে। একই অবস্থা স্কিল ডেভেলপমেন্ট ক্ষেত্রেও। কি ডেভেলপমেন্ট চালু হওয়া সত্ত্বেও ৩০ শতাংশ বেকার চাকরি পাচ্ছে না। তারা হতাশ। ন্যাশনাল হাইওয়ে নিউ রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করলেন তিনি। তিনি বলেন এই রাস্তা তৈরীর জন্য আলাদা অর্থ বরাদ্দ হয়। ন্যাশনাল হাইওয়ে করতে গেলে কোথাও ইটের ব্যবহার করা যাবে না। অথচ রাজ্যে তা হচ্ছে সরকার নীরব ভূমিকা পালন করছে বলে তার অভিযোগ। বিদ্যুৎ পেনশন ইত্যাদি বিষয়ক সোচ্চার হলেন তিনি। আগামী বিধানসভায় বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলেও জানান তিনি। বেকারদের কর্মসংস্থান ১০৩২৩ চাকরি হারা শিক্ষকদের বিষয় নিযেও বিধানসভায় বক্তব্য পেশ করবেন বলে জানান তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি, গত অধিবেশনে বিজেপি দলের বিধায়ক যাদব লাল নাথের ঘটনার উল্লেখ করে সরকারের ও বিধানসভার অধ্যক্ষের ভূমিকার সমালোচনা করেন ও নিন্দা করেন।। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রীর এ বিষয়ে বয়ান দেওয়া উচিত।

রুপিতে লেনদেন

● আটের পাতার পর ভারতে রুপিতেও কেনাকাটা করতে পারবেন। এই কার্ডের মাধ্যমে ডাবল কারেন্সি এক্সচেঞ্জের প্রয়োজনীয়তা মিটবে বলে আশা করা হচ্ছে। যার ফলে টাকাকে ডলারে এবং এরপর ডলারকে রুপিতে রূপান্তর করতে ৬ শতাংশ 'এক্সপেন্ডিচার লস' সাশ্রয় হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর।

কেজি ৫০ টাকা

● আটের পাতার পর ব্যবসায়ীরা বলছেন, এবছর আলুর চাষাবাদ বেশ কমেছে। পাশাপাশি বাজারে অন্যান্য সবজির দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় আলুর চাহিদা বেড়েছে। সে অনুযায়ী সরবরাহ কম থাকায় আলুর দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

অন্যদিকে, দেশে আলু সরবরাহে কোনো সংকট থাকার কথা নয় বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালক মোখলেছুর রহমান। তিনি বলেন, 'প্রতি বছর উদ্বৃত্ত আলুতে আমাদের সমস্যা হয়। অবিক্রীত থেকে যায়। চাষিদের লোকসান হয়। এবছরও আলুর ব্যাপক ফলন হয়েছে। চাষের জমির পরিমাণ কিছুটা কমলেও ফলন ভালো হওয়ায় উৎপাদন গত বছরের থেকেও বেড়েছে। তারপরও আলুর দাম কেন বাড়লো সেটা বুঝতে পারছি না।'

সিপিএমের ৩৩১ ভোটার

● আটের পাতার পর নেই তাদের ঘর প্রদান, যাদের জমি নেই সে সমস্ত চা শ্রমিকদের জমি প্রদান থেকে শুরু করে একজন মানুষ সম্মানের সঙ্গে বাঁচার জন্য যা যা করা দরকার তার সমস্ত কিছুই দায়িত্ব নিয়ে পালন করেছে এই সরকার। এদিন দলের রাজ্য সম্পাদিকা পাপিয়ার দত্ত, মন্ত্রী টিনু রায়, মন্ডল সভাপতি বীজু পাল এবং বাবুকে প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণ ধন দাস নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বরণ করে নেন।

ব্যালট বাক্সে কারচুপি ! তমলুক রাজ্য সড়ক অবরোধ বিজেপির, বেলাগাম লাঠি চার্জ পুলিশের

তমলুক, ৯ জুলাই (হি. স.)তৃণমূলের বিরুদ্ধে ব্যালট বাক্সে কারচুপির অভিযোগে ধুন্ধুমার বাঁধল পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমারে। বিজেপির পথ অবরোধ তুলতে দফায় দফায় লাঠি চালাল পুলিশ। রবিবার সকালে নন্দকুমারের শ্রীকৃষ্ণপুর হাইস্কুলের সামনে তমলুক মেছেদা রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন বিজেপি কর্মীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে ঘটনাস্থলে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুর হাই স্কুলে গণনা কেন্দ্র করা হয়েছে। সেই গণনা কেন্দ্রে আসার আগেই শনিবার ব্যালট বাক্স চুরি হয়ে যায় বলে অভিযোগ। তারপর থেকেই শাসকবিরোধী দলগুলি বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয় শ্রীকৃষ্ণপুর স্কুলের সামনে বিক্ষোভ। বিজেপির অভিযোগ, শ্রীকৃষ্ণপুর হাই স্কুলের স্ট্রং রুমে রাখা ব্যালট বাক্সগুলিতে শনিবার রাতে কারচুপি করেছে তৃণমূল। এই অভিযোগে রবিবার সকাল থেকে সিমেন্টের খুঁটি ফেলে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি কর্মীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। অবরোধ তুলতে লাঠি চালায় তারা। এর জেরে সাময়িকভাবে অবরোধ উঠলেও ফের বিক্ষোভ শুরু হয়। শুরু হয় পথ অবরোধ। ফের লাঠি চালায় পুলিশ। ২ জন অবরোধকারীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় তারা।

বিজেপির অভিযোগ, শনিবার রাতে শ্রীকৃষ্ণপুর হাই স্কুলের ট্রং রুমে ঢুকে তৃণমূল নেতারা একাধিক ব্যালট বাক্সে কারচুপি করেছে। বদলে দেওয়া হয়েছে ব্যালট বাক্স। যদিও এব্যাপারে প্রশাসন বা কমিশনের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন রয়েছে। আপাতত রাজ্য সড়ক বাধাহীন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পৃথিবীর কোন বিজ্ঞানী এখন পর্যন্ত রক্তের বিকল্প তৈরী করতে পারেন নি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুর নিগমের কর্পোরেটর তথা সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারম্যান রত্না দত্ত। ধন্যবাদ ীপন করেন ম'তি ক্লাবের সভাপতি খোকন দাস। অনুষ্ঠানে ক্ষুদে অংকন শিল্পী নয়ন বসাক তার আঁকা মুখ্যমন্ত্রীর ছবি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার হাতে তুলে দেয়। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের ২০নং ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে মোট ৩০০টি পাপোস মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী স'য় সাহা, সমাজসেবী অসীম ভ-াচার্য, ম'তি ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রূপক সাহা প্রমুখ। শিবিরে ২৬ জন রক্তদান করেন।

জীতেন্দ্র চৌধুরী

● প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেই সরকার এবং বিধানসভা অধ্যক্ষের। বরং বিধানসভায় পরিষদীয় দলনেতা তাকে আড়াল করার জন্য রসায়ন , অংক ইত্যাদি বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য জাহির করলেন। গোটা দেশের কাছে রাজ্যের মাথা হেট হলেও সরকারের। অথচ এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে টু শব্দ করেননি। গোটা বিষয়টি দুর্ভাগ্য জনক বলে আখ্যায়িত করেন তিনি। তার অভিযোগ বিজেপি এইভাবেই অপরাধীদের প্রশ্রয় ও আশ্রয় দেয়। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী ঐক্যের চেহারা কি হবে এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন গত বিধানসভা থেকে এ শিক্ষা নিয়েছে প্রতিটি বিরোধীদল। হয়তো এই ভুলের পুনরাবৃত্তি আর হবে না। আগামী দিনে বিরোধী ঐক্যের চেহারা যে আরো শক্তিশালী হবে তা বিধানসভার প্রথম দিনের অধিবেশন থেকেই পরিষ্কার বলে মন্তব্য করেন জিতেন্দ্র বাবু। দেশের সার্বিক অবস্থা দেখে বিরোধী ঐক্যের চেহারার প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।

তীব্র সংকট

● প্রথম পাতার পর

গর্তের জল ছাড়া বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই। এই এলাকার এক জনজাতি মহিলা জানান, টঙ্কারের মাধ্যমে জল না পৌঁছলে ছড়া কিংবা গর্তের জলের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকছে প্রায় দীর্ঘ বছর ধরে।

বর্তমানে পাহাড়ের নিচ থেকে অপরিশ্রুত জল সংগ্রহ করে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করছে। আর এই অপরিশ্রুত পানীয় জল পান করে জল বাহিত নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে ওই এলাকার বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষেরা। এডিসিতে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সমস্যা গুলির স্থায়ী সমাধানের তেমন কোন উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। এর পাশাপাশি ট্যাঙ্কারে করে যে জল সরবরাহ করা হয় তা অনিয়মিত।সে বিষয়েও কোন উদ্যোগ নেই বলেও অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। তবে ওই এলাকার পানীয় জলের সমস্যায় জর্জরিত এলাকা বাসীদের দাবি এডিসি প্রশাসন যেন পানীয় জলের সমস্যা দূরীকরণে এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেয়।

পৃথক স্থানে

● প্রথম পাতার পর

বেরিয়ে আসে।খবর যায় দমকল বাহিনীর কাছে।দমকলের গাড়ি এসে মারুতির দুই গুরুতর আহত যাত্রী অমরেশ দেববর্মা(২৯) ও রাকেশ দেববর্মা(৩০)কে গাড়ির ভেতর থেকে অনেক কসরত করে বের করেন।দুইজনকেই খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসার জন্য তাদের ভর্তি করা হয়েছে।ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে পুলিশ।

এদিকে, খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমায় ট্রাফিক ব্যবস্থা ভগ্নপ্রায় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। প্রতিনিয়তই ছোট বড় দুর্ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমায় এখন নিত্য নৈমত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। অতি সম্প্রতি শুধুমাত্র যান দুর্ঘটনায় একাধিক মৃত্যুর ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ও উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় খোয়াই তেলিয়ামুড়া সড়কের কল্যাণপুর থানাধীন দ্বারিকাপুর গ্রামে মারুতি গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম এক ভবঘুরে ব্যক্তি। আহত ব্যক্তির নাম শ্যামল শীল (৫৫)।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী এদিন সন্ধা নাগাদ একটি দ্রুতগামী মারুতি গাড়ি খোয়াই অভিমুখে যাওয়ার পথে দৌড়াতে থাকা ভবঘুরেকে ধাক্কা দেয়। সাথে সাথেই ভবঘুরে রক্তাক্ত হয়ে গুরুতর অবস্থায় রাস্তায় গড়াগড়ি খায়। শেষে দুর্ঘটনাগ্রস্ত মারুতি গাড়ির চালক ও যাত্রীরা মিলে আহত ব্যক্তিকে কল্যাণপুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে। কিন্তু প্রয়োজনীয় নিকটাত্মীয় বা সহৃদয় কোন ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে এনে আসায় গুরুতর আহত ব্যক্তিকে কল্যাণপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রাখতে হয়। ঘটনায় মারুতি গাড়ি সহ চালক মিঠুন দাসকে কল্যাণপুর থানার পুলিশ আটক করে।

অন্যদিকে, যান চালক দের মাত্রাতিরিক্ত গাড়ির গতি ও একে অপরকে ওভারটেক করতে গিয়ে প্রায় সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এতে সাধারণ মানুষকে বলি হতে হয়,সর্বস্বান্ত হয়ে যায় একটা পরিবার। রবিবার বেলা সাড়ে এগারোটায় বিশালগড় রেল স্টেশন এলাকায় দুটি অটোরিকশা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয় দুই ব্যক্তি। জানা যায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি অটো গাড়ির নাম্বার টিআর ০৭ এ ২৫৫৫ এবং অপর অটো গাড়ির নাম্বার টিআর ০ ১ সি ৩৪৩৯।পরবর্তী সময়ে স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে খবর দেয় বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের। খবর পেয়ে দুর্ঘটনাস্থলে যান বিশালগড় থানার পুলিশ।বিশালগড় দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে গিয়ে আশংকাজনক অবস্থায় গৌতম দেবনাথ ও মফিজ মিয়াকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক রিয়েল মজুমদার গৌতম দেবনাথ এর অবস্থা আশঙ্কা জনক দেখে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গৌতম দেবনাথ মারা যায়। জানা যায় নিহত গৌতম দেবনাথের বাড়ি বিশালগড় রামছড়া এলাকায়। অপর আহত ব্যক্তি মফিজ মিয়ার চিকিৎসা চলছে।

খেলাধুলা

মনসুনেও প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অব্যাহত জয়ে ফিরেছে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। প্রীতি ক্রিকেটে জয়ে ফিরেছে সাংবাদিক ক্রিকেটারদের টিম জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব। খেলা ছিল প্রগতি প্লে সেন্টার অভিভাবক বৃন্দের সঙ্গে। নরসিংগড়ের এবারটন মাঠে। মনসুন সত্ত্বেও বিনোদনের টানে বিশেষ করে সাংবাদিক বিনোদন ক্লাব চেষ্টা করে যাচ্ছে নিয়মিত প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচটাকে চালিয়ে নিতে। তারই ফলস্বরূপ আজ, রবিবার বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল হিসেবে বেছে নেওয়া নরসিংগড়ের এবারটন মাঠে বিনোদনমূলক দারুণ একটা দুপুর উপভোগ্যকর হয়েছে ফ্রেন্ডলি ক্রিকেট ম্যাচের মধ্য দিয়ে। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব এতে চার উইকেটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে। তবে টি-টোয়েন্টি আদলে ম্যাচ শুরু করে ১৬ ওভারে কমিয়ে এনে ম্যাচের শেষ সময় পর্যন্ত টানটান উত্তেজনা উপভোগ করেছেন দু দলের খেলোয়াররা। শুরুতে টস জিতে পিপিসি অভিভাবক বৃন্দ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৫.৪ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ৮১ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অধিনায়ক সুমন ভট্টাচার্যের ১৫ রান এবং অভিজিৎ সরকারের ১৫ রানের পাশাপাশি সৌমেন কর-এর অপরাজিত ১১ রান উল্লেখ করার মতো। জেআরসি-র অধিনায়ক অভিষেক দে ২১ রানে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষকে স্বল্পরানে আটকে থামিয়ে দিতে অনেকটা কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। এছাড়া, বিশ্বজিৎ দেবনাথ ও অরুপ বর্মন দুটি করে এবং অনির্বাণ দেব একটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব সীমিত ওভার ফুরিয়ে যাওয়ার নয় বল বাকি থাকতে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে বাপন দাসের ২০ রান মনোজিৎ দাসের অপরাজিতা ১৯ রান, দিব্যেন্দু দে-র ১৮ রান উল্লেখযোগ্য।

তবে জেআরসি-র জয়ের পেছনে মেঘধন দেব, সুব্রত দেবনাথ, মিল্টন ধর, তাপস দেব-এর ভূমিকাও অনস্বীকার্য। দুর্দান্ত বোলিংয়ের সৌজন্যে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের স্বীকৃতি পেয়েছে জেআরসি-র অধিনায়ক অভিষেক দে। খেলার শুরুতে উপস্থিত জেআরসি-র প্রেসিডেন্ট সুপ্রভাত দেবনাথ এবং পিপিসি-র কোচ নয়ন দেববর্মা দুই দলের খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা জানান। শেষে দুদলের অধিনায়ক অভিষেক দে ও সুমন ভট্টাচার্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং আগামী দিনেও এ ধরনের প্রীতি ম্যাচ জারি থাকবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

প্রাক্তন খেলোয়ারদের সামাজিক সংস্থার মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। রাজ্যের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের সামাজিক সংস্থা বিকাশ ভারতী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির দক্ষিন ত্রিপুরা জেলা কমিটির উদ্যোগে রবিবার সাব্রুমের সেল্টার হাউসে মেগা রক্ত দান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ১২ জন মহিলা ও ৪৭ জন পুরুষ স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে শিবিরে মোট ৫৯ জন রক্ত দাতা স্বইচ্ছায় মুমূর্ষ রোগীর জীবন রক্ষায় রক্ত দেন। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ঠ সমাজ সেবক শঙ্কর রায়, উপস্থিত ছিলেন সাব্রুম এন পি-র চেয়ারম্যান রমা পোদ্দার দে, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দুলাল দত্ত, নোডাল অফিসার সৌমিক হাজরা ও আরো অনেকে। অনুষ্ঠানে পৌরাহিত্য করেন প্রাক্তন ফুটবলার তথা সংস্থার কার্য্যকরী সদস্য রাজেশ রায় চৌধুরী। স্বাগত ভাষন দেন সংস্থার সচিব মৃনাল কান্তি দত্ত। সংস্থার সদস্যরা সম্পুর্ন নিজেদের অর্থানুকুল্যে রাজ্যের দক্ষিন প্রান্ত সাব্রুম এবং দক্ষিন জেলার রোগীদের স্বার্থে মেগা রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করেন। সুদুর পশ্চিম বাংলার কুচবিহারের যুবক বিশ্বজিৎ বিশ্বাস আগরতলা থেকে ছুটে গিয়ে এই শিবিরে রক্ত দান করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি রাজেশ রায় চৌধুরী ও সচিব মৃনাল কান্তি দত্ত সকল রক্ত দাতাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

বিলোনিয়ায় ম্যাচ পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। হলো না ম্যাচ। আউট ফিল্ড ভিজে থাকায়। রবিবার রাধানগর স্কুলের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিলো সোনাপুর স্কুল 'এ' দলের। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের ক্রিকেটে। শনিবার রাতে বৃষ্টি হওয়ায় বিদ্যাপীঠ মাঠের আউট ফিল্ড ভিজে যায়। মাঠের কর্মীরা এদিন সকালে আপ্রাণচেষ্টা করলেও মাঠকে খেলার উপযুক্ত করে তুলতে পারেনি। ফলে বাধ্য হয়েই ম্যাচটিকে পরিত্যক্ত ঘোষনা করা হয়। ম্যাচটি পরিত্যক্ত হওয়ায় দুদলই পেলো ১ পয়েন্ট করে।

বি-ডিভিশন লিগ ফুটবলে নাইন বুলেটসের জয় অব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেই এগুচ্ছে নাইন বুলেটস ক্লাব। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ হারিয়েছে ভারতরত্ন সংঘকে ৪-০ গোলের ব্যবধানে।

ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট চলছে, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। নাইন বুলেটস ক্লাব চার- শূন্য গোলে ভারতরত্ন সংঘ কে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দল প্রথমার্ধে এক-শূন্য গোলে এগিয়েছিল।

খেলার তিন মিনিটের মাথায় লালমনিয়া প্রথম গোল করে নাইন বুলেটসকে এগিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে একাধিক সুযোগ পেলেও গোল ব্যবধান বাড়াতে পারেনি।

পক্ষান্তরে ভারতরত্ন সংঘের খেলোয়াররা গোলের কোনও সুযোগ পায়নি।

৬১ ও ৬৩ মিনিটের মাথায় রাজীব সাধন জমাতিয়া ও লাল রং টুংগা পরপর দুটি গোল করে নাইন বুলেটস দলকে ৩-০ তে লিড এনে দেয়।

নাইন বুলেটস

পুনরায় কিছুটা রক্ষণাত্মক খেললেও ৭৮ মিনিটে ফের আক্রমণে উঠে আসে এবং স্ট্রাইকার পহর জমাতিয়ার গোলে ব্যবধান ৪-০ করে নেয়।

শেষ পর্যন্ত ৪-০ গোলের ব্যবধানে নাইন বুলেটস জয় ছিনিয়ে পুরো ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নেয়। খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি বিজিত ভারতরত্ন সংঘের দুজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি শিবজ্যোতি চক্রবর্তী, কার্তিক দাস, সত্যজিৎ দেব রায় ও অরিন্দম মজুমদার।

জয় পেলো মনুঘাট স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। বিফলে গেলো রাজ ভট্টাচার্য-র বিধ্বংসী বোলিং। ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় হারতে হলো ৮২ মাইল প্রোপার স্কুলকে। মনু স্কুলের বিরুদ্ধে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৭ আন্ত: স্কুল ক্রিকেটে। রবিবার ঘাঘরাছড়া স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মনুঘাট স্কুল ২৫ রানে পরাজিত করে ৮২ মাইল প্রোপার স্কুলকে। মনুঘাট স্কুলের গড়া ৮৬ রানের জবাবে ৮২ মাইল প্রোপার স্কুল ৬১ রান করতে সক্ষম হয়। বিজীত দলের রাজ ভট্টাচার্য ৭ উইকেট পেয়েছে।

এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে রাজ ভট্টাচার্য-র বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে মনুঘাট স্কুল মাত্র ৮৬ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে বোবার ত্রিপুরা ২৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, সুরজিৎ দাস ৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং প্রতাপ আচার্য ২৪ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বোচ্চ পায় ২৯ রান।

৮২ মাইল প্রোপার স্কুলের পক্ষে রাজ ভট্টাচার্য ৩১ রান দিয়ে ৭ টি এবং অঙ্কুর সরকার ৮ রান দিয়ে ২ টি উইকেট পেয়েছে। জবাবে খেলতে নেমে মনুঘাট স্কুলের বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ে মাত্র ৬১ রানে গুটিয়ে যায় ৮২ মাইল প্রোপার স্কুল। দলের পক্ষে কিষান মুন্ডা ২০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং অঙ্কন দাস ২০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান। মনুঘাট স্কুলের পক্ষে শুভজিৎ দাস ৩ রান দিয়ে ৩ টি, ইশান্ত শুক্ল বৈদ্য ১৬ রান দিয়ে ৩ টি এবং দলনায়ক সুরজ গুরুং ২০ রান দিয়ে ৩ টি উইকেট পেয়েছে।

হকির উন্নতিকল্পে বিশেষ উদ্যোগ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। ত্রিপুরা হকি প্লেয়ার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের জেলা স্তরে জেলা কমিটি গঠন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আজ, রবিবার এসোসিয়েশনের বিশেষ আলোচনা সভায় এই সিদ্ধান্ত ছাড়াও ২৩শে আগস্ট হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্মদিনটিকে ত্রিপুরা হকি প্লেয়ার কমিটির উদ্যোগে ফকির প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে বলে স্থির হয়েছে। রাজ্য সরকারের বরাদ্দকৃত সিনথেটিক হকি মাঠটিকে দ্রুত হকি খেলার উপযুক্ত করে তোলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে। এবং রাজ্যের হকি খেলোয়াড়দের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে প্রশিক্ষক নিয়োগ করতে বলা হবে। ত্রিপুরা হকি প্লেয়ার ওয়েলফেয়ার কমিটির আর্থিক ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য প্রত্যেক জেলা কমিটি এবং রাজ্য কমিটির সদস্যদের বার্ষিক ৬০০ টাকা করে চাঁদা ধার্য করা হয়েছে। হকি প্লেয়ার ওয়েলফেয়ার কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে সুজিত বণিক কে সহ-সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিজেপি'র প্রতাপগড় মন্ডলের যুব মোর্চার সভাপতির বিরুদ্ধে পূর্ব আগরতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে মন্ডলের মহিলা মোর্চার নেত্রীরা। ছবি- নিজস্ব।

সচিবালয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে গত ৭ জলাই সচিবালয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা। সভায় প্রবলতর মিশন ইন্দ্রধনুষ-৫.০ কর্মসূচির রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটি, টিকাকরণ কর্মসূচির রাজ্য টাস্কফোর্স কমিটি, মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযান-৫.০-এর রাজ্য সমন্বয় কমিটি ও জাতীয় জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির রাজ্যস্তরীয় যৌথ স্টিয়ারিং কমিটির কর্মসূচিগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভায় জানানো হয় শিশু ও কিশোর কিশোরীর জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকার ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব- সুস্থ কৈশোর অভিযানের বিশেষ কর্মসূচির সূচনা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব-সুস্থ কৈশোর অভিযান-১, ২.০, ৩.০, ৪.০ -এর অভি'তার ভিত্তিতে রাজ্য সরকার জাতীয় ক'মিনাশক দিবস, আয়রণ ফলিক অ্যাসিড সম্পরক, ভিটামিন-এ, প্রবলতর ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ পক্ষকাল, পোষন অভিযান, টিটেনাস-ডিপথেরিয়া টিকা, হাম-রুংবেলা, কৈশোরকালীন গর্ভাবস্থায় প্রতিরোধ, একিউট ফ্ল্যাসিড প্যারালাইসিস (পোলিও), ডিপিটি বুস্টার ডোজ, টিডি-১০, টিডি-১৬, সামাজিক সচেতনতা এবং নিউমোনিয়া সফলভাবে প্রতিরোধ করা, কৈশোরকালীন বিবাহ এবং কৈশোরকালীন গর্ভাবস্থা প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি করা, বাড়িতে নবজাত শিশুর যত্ন এবং বাড়িতে ছোট শিশুদের যত্ন, মাত'দুগ্ধপানের উপর সচেতনতা সৃষ্টি করা ইত্যাদি কর্মসূচি মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব-সুস্থ কৈশোর অভিযান- ৫.০ এর ব্যানারে রাজ্য জড়ে পালন করা হবে। ১১-২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ রাজ্যের সমস্ত জেলার প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং বাড়ি বাড়ি এই অভিযান সংগঠিত করা হবে। ১১-১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ রাজ্যের প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং ১৬-২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন ঔষুধ খাওয়ানো হবে। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মিশন ইন্দ্রধনুষ ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম হিসাবে সারা দেশে চালু হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল রুটিন টিকাকরণকে শক্তিশালী করা এবং ২০২২ সালের মধ্যে সম্পর্ণ টিকাকরণের হার ৯০-এ পৌঁছানো। ২০২৩ সালে তিন ধাপে মিশন ইন্দ্রধনুষ-৫.০ কর্মসূচি পালন করা হবে। প্রথম রাউণ্ড হবে ৭-১২ আগস্ট, ২০২৩, দ্বিতীয় রাউণ্ড হবে ১১-১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, ত'তীয় রাউণ্ড হবে ৯-১৪ অক্টোবর, ২০২৩। রাজ্যের সমস্ত জেলায় শূন্য থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত যেসব শিশুরা নিয়মিত টিকাকরণের আওতায় টিকা নেয়নি সেইসব শিশুদের টিকা দেওয়া হবে এবং গর্ভবতী মহিলা যারা নির্ধারিত টিকার ডোজ নেননি তাদের টিকা দেওয়া হবে।

নিয়মিত টিকাকরণে যেসব শিশু বাদ পড়েছে তার মাথাপিছু গণনা করা হবে। ইউ উইন অ্যাপ পোর্টালে শূণ্য থেকে ৫ বছর বয়সের শিশু এবং গর্ভবতী মহিলাদের নাম এবং যাবতীয় তথ্য নথিভুক্ত করা হবে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে রাজ্য থেকে হাম-রুবেলা নির্মলীকরণের উদ্দেশ্যে মিশন ইন্দ্রধনুষ-৫.০ কর্মসূচি পালন করা হবে। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, অধিকর্তা ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে রাজ্য শাখা থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

সিপাহীজলা জেলার পাচার চক্রের আন্তর্জাতিক করিডোর সোনামুড়া ও বিশালগড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৯ জুলাই।। ত্রিপুরা রাজ্যের পাচার চক্রের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা রেখেছে সিপাহী জলা জেলা। আসাম আগরতলা হয়ে যত সব নেশা সামগ্রী ত্রিপুরাতে প্রবেশ করছে তা বিশালগড় এবং সোনা মুড়া মহকুমা এবং দক্ষিণ প্রান্তে দিয়ে পাচার হচ্ছে বাংলাদেশে। সেই অভিযোগ এবং তার যথার্থ অন্তর্নিহিত সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে রাজ্যের প্রভাতি সং বাদ প এগুলি তে এবং টিভি চ্যানেল গুলিতে। প্রথমদিকে প্রশাসন মানতে নারাজ হলেও ইদানিং কালে এই অভিযোগগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে এই অবাধ পাচার বাণিজ্য রুকতে বিশালগড় মেলাঘর এলাকার মধ্যে দুটি নাকা পয়েন্ট চেকিং পোস্ট বসানো হয়েছে সিপাহীজলা পুলিশ কর্তৃক। প্রথমদিকে বিশালগড় বক্সনগর রোডের কাম থানা যাওয়ার রাস্তার উপরের চেকিং পুষ্টি বসেছিল সেখানে বসে কোন লাভ হয়নি কেননা শিবনগর দুর্গানগর দিয়ে অথবা কামতলা রোডের পশ্চিম অংশ দিয়ে পাচারের অবৈধ গাড়ি গুলি চলাফেরা করে পুলিশ এবং টি এস আর কিছুতেই চেকিং করে কোন অবৈধ মালামাল ধরতে পারেনি। সে বিষয়টি মাথায় রেখে দ্বিতীয় চেকিং পোস্ট বসিয়েছে চেলিখলা একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পাশে আর অপরটি বসিয়েছে মেলাঘর। ২৪ ঘন্টায় পুলিশ নাগা পয়েন্ট এবং তারা সমস্ত গাড়ি গুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই তল্লাশি চালিয়ে বিশেষ কিছু মালামাল সংগ্রহ করতে পারেনি। বা উদ্ধার করতে পারেনি। কারণ সমে ত গোপন সূত্র মোতাবেক জানা যায় আরক্ষা কর্মীরা কোন অবৈধ সামগ্রী বুঝাই গাড়িকে আটক করতে গেলে বা তলাশী চালাতে গেলেই কোন একটা অদৃশ্য মহল থেকে খবর আসে ওই পাচার বাণিজ্যের গাড়ি গুলি থানা বাবু দের সঙ্গে দহরম মহরম করে রাফাসুত্রের মাধ্যমে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করছে। ফলে ওই সকল গাড়িগুলিকে আটকানো কোনোমতেই নিচুস্তরের আরকাকর্মীদের আটকানো সম্ভব হচ্ছে না। শুক্রবার মধ্যরাতে এডিশনাল এসপি মানবেন্দ্র চৌধুরী তিনি মধ্যরাতে ছেলেগুলা ঢাকা পোস্টে গিয়ে সেখানকার হাল হকিকত দেখেন এবং সমস্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করেন। উনার দাবি এই নাকা পয়েন্টগুলি তে পাচার সামগ্রী অবৈধ কাজ কারবার এবং অবৈধ আটকাতে বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য মেলাঘর সুনামুরা সড়ক এবং বিশালগড় বক্সনগর সড়ক হয়ে কয়েক শতাধিক গরুর গাড়ি চিনি বুঝাই ট্রাক শব্দবাজি গাজা ফেনসিডিল ইয়াবা ব্রাউন সুগার সহ অন্যান্য অবৈধ সামগ্রী বাংলাদেশের পাচার এর উদ্দেশ্যে এই লাইনগুলি দিয়ে চলে বহু কালো রঙের গাড়ি এবং নিত্য নতুন স্করপিও প্রাইভেট কার যেগুলি এসি এবং কালো রঙের গ্লাস লাগানো আর অনেকগুলি গাড়িতে সরকারের সিস্টেমে সাদা নাম্বার প্লেটে কালো লাগে আবার অনেক গুলি গাড়িতে কমার্শিয়াল হলুদের মধ্যে কালো নাম্বার প্লেট লাগিয়ে সে অবৈধ কাজ গুলি করতে সক্ষম হয়েছে। অথচ পুলিশ সেই সকল কাজ কারবার বন্ধ করতে পারছে না পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও একাংশ পুলিশ নিরাপত্তা কর্মীদের দৌলতে বিশবাও জলে চলে যাচ্ছে। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকার সামগ্রী অবৈধ কাজ কারবার তার ফলে যুবসমাজ যেভাবে নেশা শক্তি হয়ে চিরতরে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে তা রক্ষা করার চেষ্টা করছে তা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। তাদেরকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে না আনতে পারলে আগামী দিন দেশ রক্ষা সমাজ রক্ষা খুব কঠোর এবং কঠিন হয়ে যাবে শুধু অবৈধ টাকা পয়সার পেছনে ঘুরে জীবন বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। বক্সনগর সীমান্তে পুটিয়ার রহিমপুর আদমপুর এইসব এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে শিশু নারীর প্রাচার এবং রোহিঙ্গা পাচার হচ্ছে গোপন সূত্রে সীমান্তবাসীর মধ্যে যারা সৎ নিষ্ঠাবান লোক আছে তাদের মুখ থেকে আমরা খবরগুলি সংগ্রহ করেছি সেই বিষয় নিয়েও প্রশাসন একটু জোরদার ভাবে কাজ করলেই আটকানো সম্ভব। তার পাশাপাশি সোনা মুড়া বক্সনগর বিশালগড় এলাকার মধ্যে নিত্য নতুন অনেক ধরনের প্রাইভেট গাড়ি দিয়ে কু করম গুলি করছে পুলিশ প্রশাসন সঠিক চিন্তা দ্বারা করলে এবং তা কিছুটা হলে রোধ হবে ,এখন দেখার বিষয় নাকা পয়েন্টগুলি চেকিং পোস্টে কতটুকু সফলতা অর্জন করতে পারে সেই দিকে তাকিয়ে বুদ্ধিজীবী মহল।

কৈলাসহরের হীরাছড়া চা বাগানে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। ভারত বিকাশ পরিষদ এবং কৈলাশহর ইন্টিগেটেড আয়ুস হাসপাতালের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আজ সকাল ১১ টায় কৈলাশহর হীরাছড়া চা বাগানে মেগা স্বাস্থ্য শিবির ও রক্তাল্পতা সনাক্তকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন কৈলাশহর পুরোপরিষদের চেয়ারপারসন চপলরানী দেববায় আজকের এই অনুষ্ঠানে কৈলাশহর পুর পরিষদের চেয়ারপারসন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নিতিশ দে কৈলাসহর বিজেপি মন্ডলের মন্ডল সভাপতি সিদ্ধার্থ দত্ত উনকোটি জেলা শিক্ষা অধিকর্তা প্রশান্ত কিলিকদার কৈলাশহর বিজেপি মন্ডলের সহ-সভাপতি মতাসির আহামেদ থেকে শুরু করে আরো অনেকে আজকের এই স্বাস্থ্য শিবিরে প্রচুর পরিমাণে জনসাধারণরা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করে।

এবিভিপির প্রতিষ্ঠা দিবস রাজ্যেও পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস রবিবার গোটা দেশ তথা রাজ্যের সাথে তাল মিলিয়ে গন্ডাছড়া মহকুমাতেও পালন করা হয়। প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে এ বি ভি পি গন্ডাছড়া নগর শাখার উদ্যোগে একগুচ্ছ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। এদিন গন্ডাছড়া বাজার সংলগ্ন দুর্গাবাড়ি নাট মন্দিরে শিশুদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডুম্বুরনগর বিদ্যালয় পরিদর্শক তৈসা মগ,আর্ট শিক্ষক মনিন্দ্র সরকার। সেখানে আলোচনা করতে গিয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ গন্ডাছড়া নগর শাখার এক কার্যকর্তা জানান এদিনের বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় প্রায় ১০০ জন শিশু শিল্পী অংশগ্রহণ করেন এবং আগামী দিনে একে একে আরো নানান কর্মসূচি সংঘটিত করা হবে। তিনি আরো জানান অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ সবসময় ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে কাজ করছে এবং আগামী দিনেও করবে।

বামুটিয়ায় বিজেপিতে যোগ দিলেন সিপিএমের ৩৩১ ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। বামুটিয়া বিধানসভার উত্তর রামনগর এলাকায় সিপিআইএম দল ছেড়ে ৩৩১ জন ভোটার বিজেপি দলে যোগদান করেন। এদিন বিজেপি দলে যোগদান হয়ে অনেক নবাগত ২৫ বছর সিপিআইএমের শাসনকালের তীব্র সমালোচনা করেন। এদিন মন্ত্রী টিনু রায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কাজের প্রশংসা করে বলেন দরিদ্র মানুষদের আত্মসম্মানের সাথে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছে এই সরক। যাদের ঘর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে ফলের রস বিতরণ করল ভারত বিকাশ পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। ভারত বিকাশ পরিষদ পূর্ব আগরতলা ব্রাঞ্চ এর উদ্যোগে ৬১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের অঙ্গ হিসেবে আজ অটল বিহারী বাজপেয়ি ক্যান্সার হসপিটাল এ শতাধিক রোগীদের মধ্যে ফলের রস এর প্যাকেট এবং পুষ্টিকর বিস্কুট বিতরণ করা হয়। আগরতলা পূর্ব ব্রাঞ্চ এর মাননীয় সহ-সভাপতি শ্রী শিমুল সাহা মহাশয় প্রতি বছরের ন্যায় এবারও এই বিতরণের যাবতীয় আয়োজনের ব্যয় ভার বহন করেন।

আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারত বিকাশ পরিষদের রাষ্ট্রীয় এনভারমেন্ট প্রজেক্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী ধীরেন্দ্র কলই মহাশয়, ভারত বিকাশ পরিষদ ত্রিপুরা প্রান্তের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রাক্তন সভাপতি শ্রী পার্থ ভট্টাচার্য মহাশয় , রিজিওনাল সেক্রেটারীদ্বয় যথাক্রমে শ্রীমতি জবা ভট্টাচার্য ও শ্রীমতি মঞ্জু দেব, প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক শ্রী নন্দন সরকার। এছাড়া আগরতলা পূর্ব ব্রাঞ্চের বিভিন্ন পদাধিকারীবৃন্দ এবং ত্রিপুরা প্রান্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন পদে অধিকারী বৃন্দ এই বিতরণে উপস্থিত ছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১০ই জুলাই ভারত বিকাশ পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে আগামী ১৬ জুলাই আগরতলা শিববাড়িতে একটি মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া আগামী ১০ই জুলাই ভারত বিকাশ পরিষদের প্রান্তীয় কার্যালয় দুর্গা চৌমুহনী ববিপনিবিতনে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হবে। ভারত বিকাশ পরিষদ সম্পর্ক, সহযোগ , সেবা, সংস্কার এবং সমর্পণ এই পাঁচটি বিন্দু নিয়ে সামাজিক কাজ করে থাকে। এটি একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বেসরকারী ও অরাজনৈতিক সংগঠন যা ভারত মাতা তথা রাষ্ট্রের উন্নতিকল্পে কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশে আলুর কেজি ৫০ টাকা

ঢাকা, ৯ জুলাই (হি.স): এবারে বাংলাদেশে হাফ সেঞ্চুরি করছে আলুর দাম। ভালো মানের সাদা (গ্র্যানুলা) বা লাল (কার্ডিনাল) আলু কিনতে হচ্ছে এখন ৫০ টাকা কেজি দরে। আর দেশি জাতের আলুর দাম ৬০ টাকায় ঠেকেছে, যা গত কয়েকদিনে কেজিপ্রতি ১০ টাকা বেড়েছে।দেশি ছোট গোল আলু (পাকড়ি জাতের আলু) ৬০ থেকে ৭০ টাকা দরে বিক্রি করতে দেখা গেছে। তবে ভারত থেকে আমদানি শুরুর পর থেকে কমেছে পেঁয়াজের দাম।

বাংলাদেশের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের তথ্য বলছে, ২০২২-২৩ অর্থবছর দেশে ১ কোটি ১১ লাখ টন আলু উৎপাদন হয়েছে, যা গত বছরের চেয়ে বেশি। ওই বছর দেশে আলু উৎপাদন হয়েছিল ১ কোটি ১০ লাখ টন। এ উৎপাদন দেশে আলুর চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি। দেশে বার্ষিক আলুর চাহিদা ৮৫ থেকে সর্বোচ্চ ৯০ লাখ টন। অন্য বছর চাহিদার চেয়ে আলুর উৎপাদন বেশি হওয়ায় সচরাচর বাজারে দাম স্থিতিশীল থাকতো। মৌসুমের শেষে হিমাগারগুলোতে আলু অবিক্রীত থেকে যেতো। তবে, এবারে আলুর মূল্য বৃদ্ধিকে ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটেকে দায়ী করছেন খুচরার ব্যবসায়ীরা। প্রান্তিক এলাকার আলুচাষি ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবসরে গিয়েও পেনশন পাচ্ছেন না পঞ্চায়েত সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। ২০১২ সালে ১৮ই মে স্বপন চন্দ্র দেব রায় নামে বিলোনিয়া ঋষমুখ আরডিব্লকের পঞ্চায়েত সেক্রেটারিকে বরখাস্ত করেছিল পঞ্চায়েত দপ্তর। সেই বিষয় নিয়ে দপ্তরের একটি তদন্ত শুরু হয়েছিল। পাশাপাশি বিলোনিয়া আদালতে একটি মামলা হয়েছিল স্বপন কুমার দেবরের বিরুদ্ধে। সেই মামলার রায় এসেছে ১৮/০৫/২০২২ এবং সেই মামলাতে সুষ্ঠ বিচার পেয়েছেন স্বপন চন্দ্র দেব রায়। পাশাপাশি পঞ্চায়েত সেক্রেটারি স্বপন চন্দ্র দেব রায় ৩১-৮-২০১৯ সালে চাকরি জীবন থেকে অবসরে যান। পাশাপাশি তিনি আদালতের রায়েও জয়ী হয়েছেন। এখন দেখার বিষয় আদালতের রায়ে জয়ী হওয়ার পরেও উনার নামে যে পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে কপি অর্ডার বের হচ্ছে সেখানে কোন ধরনের অবসরের কথা লিখছেন না দপ্তর।তাই তিনি অবসরে যাওয়ার পরেও পেনশন পাচ্ছে না স্বপন চন্দ্র দেব রায় সেই বিষয় নিয়ে দপ্তর থেকে শুরু করে রাজ্যের মুখ্য সচিবের নিকট জানালেও কোন ধরনের উত্তর পাচ্ছে না। তাই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বপন বাবুর দাবি অতিসত্বর যাতে দপ্তর তার পেনশন চালু করে। না হলে আগামী দিন আদালতের দ্বারস্থ হবেন স্বপন বাবু।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের শুরু হচ্ছে রুপিতে লেনদেন

ঢাকা, ৯ জুলাই (হি.স): অবশেষে ভারতীয় রুপিতে লেনদেন শুরু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারত। মার্কিন ডলারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে এরইমধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই লেনদেনের জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আগামী ১১ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে এই লেনদেন কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হবে। ওইদিন ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

এছাড়া আরবিআইয়ের গভর্নর শক্তিকান্ত দাসের পাশাপাশি এসবিআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সি এস শেট্টিও জুম প্ল্যাটফর্মে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশের বিজিএমইএ'র সভাপতি ফারুক হাসান এবং বিকেএমইএ'র নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম। এ ছাড়া বাংলাদেশের সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফজাল করিম ও ইস্টার্ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলী রেজা ইফতেখার অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

উল্লেখ্য, কারেন্সি সোয়াপ ব্যবস্থা বা নিজস্ব মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের আলোচনা চলছে প্রায় এক দশক ধরে। ডলার বা অন্য কোনও মুদ্রা এড়িয়ে দুটি দেশ যখন নিজেদের মধ্যে নিজস্ব মুদ্রায় বাণিজ্য পরিচালনা করে, আর্থিক পরিভাষায় একে বলা হয় 'কারেন্সি সোয়াপ ব্যবস্থা'। এখন সেই ব্যবস্থায় লেনদেনের যাত্রা শুরু হচ্ছে।

এই লেনদেন কার্যক্রম শুরু হলে দুই দেশের মধ্যে সম্মত ট্রেডিং মেকানিজম অনুসারে, বাংলাদেশি রফতানিকারকরা ১১ জুলাই থেকে রুপিতে রফতানি আয় পেতে সক্ষম হবেন এবং এর সমমূল্যের অর্থ আমদানি বিল নিষ্পত্তির জন্য ব্যবহার করা হবে। তবে মার্কিন ডলারে বাণিজ্য করার বিষয়টি উন্মুক্ত থাকছে আগের মতোই।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, এই কার্যক্রম চালুর পর ব্যাংকগুলো রুপিতে এলসি করতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংক তাতে অনুমতি দেবে। বাংলাদেশের কোনও ব্যবসায়ী আমদানি বা রফতানির ক্ষেত্রে রুপিতে এলসি খুলতে চাইলে তা করতে পারবেন।

এই লেনদেনের জন্য এরইমধ্যে দুই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকই নিজ দেশের দুটি ব্যাংককে হিসাব খোলার অনুমতি দিয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সোনালী ও ইস্টার্ন ব্যাংক রুপি লেনদেনে বিশেষ অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক থেকে অনুমোদন পেয়েছে। ইতোমধ্যে ভারতীয় স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ও আইসিআইসিআই ব্যাংকে লেনদেন হিসাব খুলেছে সোনালী ব্যাংক ও ইস্টার্ন ব্যাংক। একইভাবে বাংলাদেশের এ দুটি ব্যাংকে হিসাব খুলেছে ভারতীয় দুই ব্যাংক।

এদিকে বাংলাদেশের রফতানিকারকরাও এই উদ্যোগটিকে স্বাগত জানাচ্ছেন। তারা বলছেন, একক মুদ্রার ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে বাংলাদেশ যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এটি তারই অংশ।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ভারতে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি করে বাংলাদেশ এবং প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করে।

এদিকে ডলার সাশ্রয়ের লক্ষ্যে আগামী সেপ্টেম্বরে দেশে টাকা-রুপি ভিত্তিক ডেবিট কার্ড চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গত ১৮ জুন অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি উপস্থাপনকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার এ ঘোষণা দেন।

এই কার্ডের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা টাকা দিয়ে যেমন দেশের মধ্যে কেনাকাটা করতে পারবেন, তেমনই একই কার্ড দিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে পুলিশের জালে আটক কুখ্যাত নেশা কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ জুলাই।। নেশার রমরমা বাণিজ্য চালিয়ে অল্পসময়ের মধ্যেই আঙ্গুল থেকে কলাগাছ হয়ে উঠছে অনেকেই।এই সর্বনাশা নেশার কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে যুবসমাজ।যুব সমাজ কে ধ্বংসাত্মক নেশার হাত থেকে বাঁচাতে পুলিশ প্রশাসন প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। তবুও কোন এক অদৃশ্য কারণে অধরা থেকে যাচ্ছে নেশা পাচারকারী চক্রের মূল পান্ডারা। শনিবার গভীর রাতে বিশালগড় থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে এক কুখ্যাত নেশা কারবারি সাগর দাসকে জালে তুলতে সক্ষম হয়।

সাধারণ গলির ছোকরা থেকে অপরাধ জগতে নাম লেখানো বিশালগড়ের ছিচকে মাস্তান সাগর নেশার জগতের এক চর্চিত নাম হয়ে উঠে অতি অল্প সময়ে। তাকে গ্রেফতার করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয় বিশালগড় পুলিশের। এমনকি তাকে গ্রেপ্তার করতে না পাড়ায় বিশালগড় থানার দুজন পুলিশ অফিসারের বেতন পর্যন্ত আটকে রাখে দপ্তর। তবে শেষ পর্যন্ত শনিবার গভীর রাতে বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া থেকে সাগর দাস নামে এই নেশা কারবারীকে গ্রেফতার করে বিশালগড় পুলিশ। মাত্র ২৩ বছর বয়সেই অপরাধ জগতের কালো অন্ধকারে ডুবে যায় এই যুবকের ভবিষ্যৎ। এভাবেই রাজ্যের বহু জায়গায় অতি অল্প বয়সে যুবকেরা নেশার এই বিষাক্ত রেকেটের সাথে যুক্ত হয়ে ধ্বংস হচ্ছে ক্রমশ। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন এই সাগর দাসের বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় দুটি এনডিপিএস ধারায় মামলা নথিভুক্ত রয়েছে।

একটি মামলা ৯৬/২০২২ এবং অপরটি ১৪/২০২৩। এই সাগর দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিশালগড়ে কৌটা, ব্রাউন সুগার, ইয়াবা সহ সিন্থেটিক নেশার রেকেটের পেছনে তার মস্ত বড় হাত রয়েছে। আর সেই কারণেই বিশালগড় পুলিশের টার্গেটে ছিল সাগর দাস নামে এই যুবকটি। পুলিশ সাগর দাস কে আটক করে ২২(বি),২৫,২৭,২৯ এনডিপিএস এক্ট ধারায় মামলার রজু করেছে শনিবার রাতে গ্রেপ্তারের পর তাকে রবিবার বিশালগড় আদালতে তোলা হয় । এই বিষয়ে বিস্তৃত জানিয়েছেন বিশালগড় থানার ওসি বাদল চন্দ্র সাহা।

নেশা কারবারি সাগর দাসকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে কিছু তথ্য বেরিয়ে এসেছে। প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে আগামী দিনে এই নেশা কারবারের সাথে যুক্ত বাকিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান ওসি বাদল চন্দ্র সাহা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।